

এলডিএফ ও ইউডিএফ-এর এর ট্র্যাক রেকর্ড দুনীতিপ্রস্তু সরকারের মতো ঃঅমিত শাহ



তিরুবনন্তপুরমে, ১২ জুলাই : তিরুবনন্তপুরমে শনিবার বিজেপির কেরল ইউনিটের প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেরল বিজেপির সভাপতি রাজীব চন্দ্র শেখরও। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, এলডিএফ (বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট) এবং ইউডিএফ (ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) -এর ইতিহাস দুর্নীতিপ্রস্তু সরকারের মতো।। এলডিএফ বিক্ষোভক কেলেক্কারি, সমবায় ব্যাঙ্ক কেলেক্কারি, এআই কামোরা কেলেক্কারি, লাইফ মিশন কেলেক্কারি, পিপিই কিট কেলেক্কারি এবং ভারতের সবচেয়ে বড় কেলেক্কারি - রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সোনা চোরাচালান কেলেক্কারি করেছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, বিজেপি এবং সিপিআই (এম) উভয়ই ক্যাডার-ভিত্তিক দল, তবে উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। কেরলে রাজ্যের উন্নয়নের চেয়ে কাড়ার কল্যাণ বড়, অন্যদিকে বিজেপির কাছে ক্যাডারের চেয়ে বিকশিত কেরলমই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অমিত শাহ আরও বলেছেন, কেরলের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর তিনটি মূল দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে - দুর্নীতিমুক্ত শাসন, সরকারি প্রকল্পে কোনও বৈষম্য নয় এবং রাজনৈতিক সুবিধার বাইরে কেরলের উন্নয়ন।

নিম্নচাপ সরে গেছে, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দলিপুর



আলিপুর, ১২ জুলাই : নিম্নচাপ আর নেই - স্পষ্টভাবেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। গত শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডঃ সোমনাথ দত্ত। তবে, আজ দক্ষিণ বঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও ভারি বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, কয়েক পশলা হালকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। পুকুলিয়া, বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান ও মেদিনীপুরে এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রচুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় ৬০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, যদিও এটা বর্ষাকালীন বৃষ্টি। তিনি আরও বলেন, নিম্নচাপ ত্তে গত, স্ব্ধবার সরে গেছে। এ নিয়ে কোথাও কোনও সতর্কবার্তা নেই।

তাইওয়ানের আকাশসীমায় ঢুকল চিনা যুদ্ধবিমান

তাইপে, ১২ জুলাই:তাইওয়ান ঘিরে ফের আগ্রাসী তৎপরতা শুরু করেছে চিন। শনিবার সকালে তাইওয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় তাদের আকাশসীমার (এডি আইজেড) কাছাকাছি চিন ১৪টি যুদ্ধবিমান, ৯টি সেনা-জাহাজ এবং একটি সরকারি জাহাজ পাঠিয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৯টি বিমান সরাসরি ‘ মিজলহীন অতিক্রম করে উত্তর ও পূর্ব তাইওয়ান আকাশসীমায় ঢুকে পড়ে।ঘটনার ত্রিতা বুকে সঙ্গে সঙ্গে ফাইটার জেট, নৌসেনা এবং উপকূল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাইওয়ান সেনা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে এক্স-এ জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।এদিকে তাইপে টাইমস-এর দাবি, চিন তাদের একটি সরকারি জাহাজ দিয়ে গুয়ামের আশেপাশে সমুদ্রতল মানচিত্র তৈরির কাজ করছে। এর পিছনে সামরিক কৌশল থাকতে পারে বলেই আশঙ্কা আন্তর্জাতিক মহলে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর

নয়াদিল্লি (পিআইবি) :আমেরদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং গত চার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তিনি জোর দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গত এক দশকের শাসনকালে দেশজ প্রযুক্তি উন্নয়নে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি এবং আধুনিক যুদ্ধে তার প্রভাবের উপরায়িত্ব ও প্রযুক্তির স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, পৃথ্বী বিজ্ঞানের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, পারমাণবিক শক্তি দপ্তর, মহাকাশ দপ্তর এবং কশ্মীর, গণঅভিযোগ ও অবসরভাতা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং জোর দিয়ে বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তি নির্ভর এবং গত চার দিন আবার প্রমাণ করেছে ভারতের প্রযুক্তিগত শক্তিকে। তিনি গভীর সঙ্গে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দুর্দশ্মী নেতৃত্বে ভারত সফল্যের সঙ্গে দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ ঘটিয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন বর্তমানে প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত বেশিরভাগ প্রযুক্তিই দেশে তৈরি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীই সেই ব্যক্তি যিনি আত্মনির্ভর ভারত হওয়ার আদর্শবিশ্বাস জাগিয়েছেন আমাদের মধ্যোজাতীয় প্রযুক্তি দিবসের সূত্র স্মরণ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই নিম্নটি প্রথম পালিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভাষনা অনুযায়ী সফল পোষরান পরমাণু পরীক্ষার উদযাপনের লক্ষ্যে। তিনি আরও বলেন, ১৯৯৮ সালে যে ভাষনা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আরও পরিণত হয়েছে, ভারতকে পরিণত করেছে বিশ্বপ্রযুক্তি



নেতাডোঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন যে ২০১৪ থেকে অভ্যন্তরীণ নির্মাণের উপর সবচেয়ে বেশি অপ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিরন্তর আত্মনির্ভরতা অর্জনে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্ভরতা এবং তার বহিঃশক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, আমাদের আধুনিক যুদ্ধের সাফল্য Vksit Bharat ২০৪৭-এর লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রতিফলন।বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (টিডিবি)-এর প্রশংসা করেন বিটিং রিট্টট অনুষ্ঠানে ১০০০ ড্রোন প্রদর্শনী সহ প্রথম শ্রেণীর উদ্যোগকে সাহায্য করার জন্য। তিনি বলেন ড্রোন, যা একদা ছিল প্রতীকী, তা এখন ভারতের বিবর্তিত প্রতিরক্ষা পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে।টিডিবি-র প্রতি বছর নতুন থিম স্থির করার ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং তুলে ধরেন এ বছরের থিম ‘ যা আত্মায়ুদ্যনিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নতির মধ্যে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে।তিনি গর্বের সঙ্গে জানান, ভারত গত এক দশকে তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের বৃদ্ধির

উপযোগী পরিমণ্ডলের জন্য কৃতিত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। তিনি বলেন, ভারতে কখনও প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু এখন আমাদের নেতৃত্ব আছে, যা উদ্ভাবনের পৃষ্ঠপোষকতা করে।বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে ভারতের চমকপ্রদ অগ্রগতিকে তুলে ধরে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রতিফলন বেশ কয়েকটি সাফল্য। এই সূত্রে তিনি আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ভারতে ৮-১তম স্থান থেকে ৩৯তম স্থানে উঠে আসার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, পেটেন্টের ৫৬ শতাংশই নথিভুক্ত হয়েছে এদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রাই - এটি দেশজ উদ্ভাবনের অগ্রগতির লক্ষণ। ভারত বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল হয়ে উঠেছে, উদ্যোগ এবং প্রযুক্তির অগ্রগতিকে উৎসাহ দিয়ে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে ২,০০০ কোটি থেকে পঁচৈছে ১৬,০০০ কোটি টাকাতে, দেশজ সক্ষমতার শক্তিকে তুলে ধরেছে। তিনি আরও বলেন, যে প্রশ্ন এক্সপেন্ডিচার অন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (জিইআরডি)-র জন্য বাজেট বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, ৬০,০০০ কোটি থেকে ১,২৭,০০০ কোটি

টাকা হয়েছে। পাশাপাশি ডিএসটি এবং ডিবিটি-র বাজেট ১০০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য মহাকাশ ক্ষেত্রের বাজেট প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এই ক্ষেত্রটিকে বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ায় যা ভারতকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং ‘ওয়ান নেশন, ওয়ান সাবস্কিপশন’-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগেরও উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে ফেলোশিপের জন্য একটিমাত্র পোটালেরও উল্লেখ করেন তিনি, যাতে ভারতে গবেষণা করা সহজ হয়ে উঠেছে।অনুষ্ঠান গত পাঁচ বছর টিডিবি-র সাহায্যপ্রাপ্ত সুপার ৩০ স্টার্টআপ-এর কর্মপন্থেডিয়াম প্রকাশ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশনের অধীনে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দুটি নতুন উদ্যোগের সূচনা করেন। কভান কাপার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ (সিসিইউএস)-এর জন্য পাইলট প্রকল্প নিয়ে কাজ করা, শিল্প-শিক্ষা সংগঠনকে প্রকল্প অনুদান তুলে দেন তিনি।ভাষণের শেষে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, ২৭তম জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি উদযাপন করা হচ্ছে, যা India ২০৪৭-এর জন্য সূর বর্ধে দিয়েছে।অনুষ্ঠানে যোগ দেন পদ্মভূষণ অজয় চৌধুরী, যিনি বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমাতে দেশজুড়ে উদ্যোগের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি আত্মনির্ভরতা অর্জনে অনুসন্ধান এনআরএফ-এর মতো উদ্যোগের পক্ষে সরব হন।অন্যদের মধ্যে উল্লিখিত ছিলেন ডিএসটি-র সচিব ডঃ অভয় কাশ্যিকর, ডিবিটি-র সচিব ডঃ রাজেশ গোখল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের জৈবনৈতিক ও বিশিষ্ট জন হাডাও শীর্ষ আধিকারিকেরা।

গঙ্গা-যমুনার জলে ডুবে প্রয়াগরাজের ঘাট, উদ্বোগে স্থানীয় বাসিন্দারা

প্রয়াগরাজ, ১২ জুলাইঃউত্তরপ্রদেশে টানা বৃষ্টিপাতের ফলে গঙ্গা ও যমুনা নদীর জলস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতির জেরে ডুবে গিয়েছে প্রয়াগরাজের বহু ঘাট। শনিবার সকালে চিত্র ছিল ভয়াবহ। গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগরাজে জলস্তর এমনভাবে বেেছে যে ঘাটগুলো একে একে জলের তলায় চলে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন, সকলে গভীর উদ্বেগে পড়েছেন পরিস্থিতি দেখে।স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, গত কয়েকদিন ধরেই লাগাতার বৃষ্টির কারণে নদীগুলোতের জলস্তর বাড়ছিল। তবে সম্প্রতি সেই বাড়বাড়ন্তের গতি আরও বেড়ে গিয়েছে।শুরুতে প্রতিদিন প্রায় এক ফুট করে জল বাড়ছিল। তবে এখন একটি ধীর হলেও সেই প্রবণতা বজায় রয়েছে। শুধু বৃষ্টিই নয়, আশেপাশের জলাধার ও বাঁধ থেকে জল ছাড়া হওয়াতেও এই জলস্তর বৃদ্ধির হার বাড়ছে বলে ধারণা প্রশাসনের। এমন স্থানীয় বাসিন্দা জানিয়েছেন, জল এমনভাবে বাড়ছে যে ঘাটে নামার পথই আর নেই। আগে হোজ এক ফুট করে জল বাড়ছিল, এখন যদিও কিছুটা ধীর হয়েছে, তবু নামার লক্ষ্য নেই। শুধু বৃষ্টি নয়, বাঁধ থেকে যে জল ছাড়া হচ্ছে, সেটাই বা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।প্রয়াগরাজ শহরের ঘাটগুলোর মধ্যে অনেকগুলিই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় আচার এবং নিয়মিত পূজা-পাঠের জন্য সেসব ঘাটে ভোলালোয় মানুষ ডিড করতেন, সেসব জায়গা এখন সম্পূর্ণভাবে জলের তলায়। যে ঘাটগুলি কুন্তমেলা বা মাঘমেলায় সময়ে লক্ষ লক্ষ পুণ্যাার্থীরা



পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে, সেই ঘাটগুলো এখন শুধুই উথলে ওঠা স্রোতের অধীনে। জলস্তর বৃদ্ধির প্রভাবে সমস্যাায় পড়েছেন আশেপাশের ব্যবসায়ীরা এবং সাধু-সন্ন্যাসীরাও। বহু ছোট দোকান এবং মঠ জলের তলায় চলে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পাচ্ছেন অনেকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নান, পূজো এই মুহূর্তে স্থগিত রাখা হয়েছে বেশিরভাগ জায়গায়। নিরাপত্তার কারণে স্থানীয় প্রশাসন কিছু এলাকাকে রোড জেন রেখেছে যোষাণা করেছে, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে নদীর তীরে বসবাসকারী মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। তৈরি রাখা হয়েছে ত্রাণ শিবির। সেখানে শুকনো খাবার, ওষুধ ও অন্যান্য জরুরি সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে বড়সড় উদ্ধার অভিযান চালানোর প্রস্তুতও রাখা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন আধিকারিকরা।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গঙ্গা এবং যমুনা

নদীর জলস্তর এখনও বিপদসীমার নিচে থাকলেও, আগামী কয়েকদিনে আরও বৃষ্টিপাত হলে জল বিপদসীমা ছুঁয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যমুনার দিক থেকে প্রবাহিত হওয়া জলের পরিমাণ বাড়তে থাকলে প্রয়াগরাজের আরও বড় এলাকা জলের তলায় চলে যেতে পারে।প্রয়াগরাজের বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এহেন পরিস্থিতি এই মরশুমে প্রথম। কিছু পুরনো বাসিন্দার মতে, ২০১৷ সালের বন্যার সময় যেভাবে নদী তীরবর্তী অঞ্চল প্রাবিত হয়েছিল, এবারও তেমনি কিছু হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। যদিও সেসময়ের তুলনায় প্রশাসনের প্রস্তুতি বেশি, তবুও প্রকৃতির রোষে সব পরিকল্পনা অনেক সময়ই অকার্যকর হয়ে পড়ে বলে অভিজ্ঞতা।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৪৮ ঘণ্টা উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যার মধ্যে প্রয়াগরাজ অন্যতম। ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রয়েছে। নদীগুলির

অববাহিকায় অবস্থিত অঞ্চলগুলোতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি জাতীয় দুর্গোগে মোকাবিলা বাহিনীও (NDRF) প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় মাইক করে প্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে এবং নিচু এলাকাগুলোর মানুষদের সরিয়ে নিতে বলা হচ্ছে।এই বিপর্যয়ের মধ্যেও কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষকে ঘাটের ধারে প্রার্থনা করতে দেখা গিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, গঙ্গা-যমুনা দেবীর আশীর্বাদে এই দুর্গোগে কেটে যাবে। আবার অনেকে বলছেন, প্রকৃতির এমন প্রতিশোধ আসলে মানুষের অতি ব্যবহারের ফল। নদীকে অবৈজ্ঞানিকভাবে বাঁধ দেওয়া, জলাধারগুলি দখল এবং শহরের অপরিকল্পিত বর্ধনই এই ধরনের জলবায়ু দুর্যোগের মূল কারণ।পরিস্থিতির নজর রাখছে রাজ্য সরকার। প্রয়োজন হলে সেনা বাহিনীর সাহায্য চাওয়া হবে বলেও প্রশাসনের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আপাতত মানুষের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে, তারা যেন গুজবে কান না দেন এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলেন।গঙ্গা ও যমুনার মতো দুটি পবিত্র নদীর এমন ভয়াবহ রূপ প্রয়াগরাজের ইতিহাসে অনেকবার দেখা গেলেও, প্রত্যেকবার তা সাধারণ মানুষের মনে এক গভীর দাগ রেখে যায়। ধর্মীয় আবেগ, মানবিক বিপর্যয় এবং প্রকৃতির অসহ্য ক্ষোভ- সব মিলিয়ে প্রয়াগরাজে জনতা এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি।

দেবভূমিতে প্রাকৃতিক সতর্কতা, কাশ্মীরে আর্দ্রতার মধ্যে বদলাচ্ছে আবহাওয়া

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাইঃউত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে ফের প্রকৃতির রোষ। উত্তরাখণ্ডে আগামী কয়েকদিনে প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় আশঙ্কায় প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (IMD) জানিয়েছে, ১৫ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য হালুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষত ১৩ জুলাই রবিবার দেহরাদুন, নৈনিতাল এবং বাগেশ্বর জেলার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যা আরও বেশি বিপজ্জনক আবহাওয়ার পূর্বাভাস বহন করে।দেবভূমি উত্তরাখণ্ড এমনিতেইই বর্ষায় অত্যন্ত দুর্গোগপ্রবণ এলাকা। নদীর জলস্ফীতি ও কারণে ভূমিধস, প্রবল বৃষ্টিপাতের রাজ্যে তার বন্ধ হয়ে যাওয়া নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সময়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক পাহাড়ি রাস্তা বৃষ্টিপাত এবং ধসের কারণে বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে বহু মানুষ আটকে পড়েছেন, পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যয়। পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা চরম ভোগান্তির মধ্যে রয়েছেন।তবে প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী আগ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে দ্রুত সেই রাস্তাগুলি পুনরুদ্ধার করতে। একাধিক জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে বুলডোজার ও উদ্ধারকারী দল। কাঁচা সড়ক ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মানুষদের চলাচলে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন আপাতত পাহাড়ি এলাকায় পর্যটকদের অপ্রয়োজনীয় সফর এড়িয়ে চলার অনুরোধ জানিয়েছে।অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরেও আবহাওয়ার গতিপটে অস্থির হয়ে উঠেছে। আগামী ১৩ জুলাই পর্যন্ত উপত্যকায় গরম ও আর্দ্রতাজনিত পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মারোমধ্যে কিছু অঞ্চলে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস, ১৪ থেকে ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে, বিশেষ করে বিকেলের দিকে।ইতিমধ্যেই গত শুক্রবার সন্ধ্যায় জম্মু-কাশ্মীরের কিছু অংশে দমকা হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে, যা কিছু অঞ্চলে ক্ষতি দিলেও, অন্যদিকে কিছু এলাকায় ছোটটোটা জলজট ও গাছ উপাে যাওয়ার মতো। ঘটনাও দমকা হওয়া- অমরনাথ যাত্রা চলছে পুরোদমে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তন সেই যাত্রার উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে প্রশাসনের তরফে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও এখনো পর্যন্ত যাত্রা নির্বিঘ্নেই চলছে,



তবে আগামী দিনের জন্য প্রশাসন প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। যাত্রাপথে প্রতিটি ক্যাম্পে আগেভাগেই সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নজরদারি বানো হয়েছে।আবহাওয়ার এই পরিবর্তন শুধু ভৌগোলিক নয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে চলেছে। বর্ষাকালে উত্তরাখণ্ড এবং কাশ্মীর দুই রাজ্যই পর্যটননির্ভর আয়ের একটি বা অংশ অর্জন করে। হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্গোগে ও আবহাওয়ার খামময়োলিপান সেই রাজস্বের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের বৃষ্টির প্রবণতা এবং তীব্রতা বাছে মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। বর্ষার প্যাটার্ন ভেঙে যাচ্ছে, কখনও টানা খরা, আবার কখনও এক ধাক্কায় এক মাসের বর্ষা একদিনেই নেমে আসছে। সেই সঙ্গে পাহাড়ি অঞ্চলে অবৈজ্ঞানিক নির্মাণ, জঙ্গল উজা। এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বিপদের মাত্রাও বেড়েছে বহুগুণ।এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। আবহাওয়া সংক্রান্ত খবর নিয়মিতভাবে গ্রহণ করা, পর্যটক হিসেবে সচেতন থাকা, এবং যেকোনও বিপদের হাতকে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়া- এই কয়েকটি বিষয় অনুসরণ করলেই প্রাকৃতিক দুর্গোগে ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাবে। ক মানো সন্তুষ্ট।পরিস্থিতি নজরে রাখছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF) ও রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (SDRF)। যেকোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য হেল্লোইন নম্বর খোলা হয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রস্তুত রাখা হয়েছে।সবমিলিয়ে বলা যায়, দেবভূমি উত্তরাখণ্ড ও ভূমধ্য কাশ্মীর আবারও প্রকৃতির পরীক্ষার মাঝে দিয়ে চলেছে। একদিকে পাহাড় ধসে বন্ধ হয়ে পড়া রাস্তা, অন্যদিকে আর্দ্রতা ও দমকা হওয়া- আবহাওয়ার এই অনিশ্চয়তা দুই রাজ্যের জন্যই এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সময়োচিত প্রস্তুতি ও সমন্বয় থাকলে, এই বিপর্যয়কে সামাল দেওয়া সম্ভব বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মহরমের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে দুই সনাতনীর রহস্যমৃত্যু, স্বচ্ছ তদন্তের দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১২ জুলাই : মহরমের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে দুই সনাতনীর রহস্যমৃত্যুর ব্যাপারে আয়োজকদের বিরুদ্ধেনিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত শুরু করেছে রাজ্যের ডিজিপি-কে অনুরোধ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অবিলম্বে আয়োজক কমিটির সদস্যদের হেফাজতে নেওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি।শনিবার পরিবারের লোকদের অভিযোগের ১ মিঃ ৪৩ সেকেন্ডের ভিডিয়ো যুক্ত করে এক্স হ্যান্ডলে শুভেন্দুবাবু লেবেন, গতকাল রাতে শেখুরীর জনকা এলাকায় মহরমের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে দুই সনাতনী ব্যক্তি, সুজিত দাস (বয়স ২৩, পিতা-শশাঙ্ক দাস, গ্রাম-পূর্ব ভান্ডানমারী) এবং সুধীর চট্ট পাইক (বয়স ৬৫, পিতা-হেদার মাইক, গ্রাম-ভান্ডা হারি) এর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় আমি গভীরভাবে মহাঁহত ও উদ্ভিগ্ন। মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন এবং মৃখে রক্তের দাগ দেখা গেছে, যা এই মৃত্যুগুলোর পেছনে সন্দেহজনক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়।এই ঘটনা পশ্চিম তঙ্গনমারী মহরম কমিটির আয়োজিত অনুষ্ঠানের সময় ঘটেছে। উদ্যোক্তাদের সদস্যদের তালিকায় রয়েছেনঃগারিকুল ইসলাম, সেক আভাউর, সেক সাহালম, সেক মইদুল, সেক আরবিরা, জলার বেগ এবং সেক আসমত। এই ঘটনার সূষ্ঠ তদন্ত এবং সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য আমি রাজ্যের ডিজিপি-কে অনুরোধ করছি অবিলম্বে এই কমিটির সদস্যদের হেফাজতে নিয়ে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত শুরু করতে।এই দুঃখজনক ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাই। আমরা তাদের পাশে আছি এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ঘটনার পেছনে সত্য উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা নীরব থাকব না। পুলিশের উচিত এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া এবং দোষীদেহে আইনের আওতায় আনা।

মুন্সইয়ে ফিরিয়ে আনা হলো কুব্বাওয়ালা মুস্তাফাকে

মুন্সই, ১২ জুলাই :হক্কেদ্বী গোয়েন্দা সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টপোল এবং এনসিবি-আবু ধাবির সহযোগিতায় সিস্টেটিক ড্রাগ মামলার মূল অভিযুক্ত কুব্বাওয়ালা মুস্তাফাকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে ভারতে ফেরানো হয়েছে বলে খবর। মুন্সই পুলিশের তালিকাভুক্ত পলাতক মুস্তাফাকে গত শুক্রবার ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, মুম্বইয়ে ফিরিয়ে আনা হল। অভিযুক্ত মুস্তাফা বিদেশ থেকে পরিচালিত একটি বৃংহ সিস্টেটিক ড্রাগ তৈরির চক্রের সঙ্গে যুক্ত। তার বিরুদ্ধে কুরলা থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাদ্ধলি জেলার



একটি ফ্যাক্টরি থেকে ১২৬.১৪১ কেজি ফেনেড্রোন বাজোয়াপ্ত করে, যার বাজারমূল্য প্রায় ২.৫২২ কোটি টাকা। মুস্তাফার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই চার্জশিট দাখিল হয়েছে এবং আদালতের তরফে ‘ওপেন ডেটেড’ প্রেফতারি পরোয়ান জারি করা হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে।

পুলিশের গুলিতে জখম গরু পাচারকারী বাণিয়া, ১২ জুলাই : গত শুক্রবার গুলিতে জখম। বুলাবে পুলিশও গুলি করলে পাচারকারী তৈয়ব খানের পায়ে গুলি লাগে বলে মনে হয়।

দুর্ঘট বার্তা রাশিফল

মেসঃআপনার ব্যক্তিগত জীবনে একটি নিতানৈমিত্তিক দিন কাটবে। দিনটি মূলত আপনার কাজের উপর কেন্দ্রীভূত থাকবে। কাজের চাপে আপনার প্রেমের সম্পর্ক দূরে থাকবে। আপনি সবকিছু এখনই এই মুহূর্তে করতে চাইবেন। শুভ দিন। বৃষ্ণঃআজকের দিনে আপনি প্রচুর টাকা উপার্জন করে ট্যাকশাল করে ফেলতে পারেন! নক্ষত্রের অবস্থান আপনার অনুকূলে থাকবে। আপনার সমস্ত প্রচেষ্টার সফল পোতে দেখে আপনি অত্যন্ত সুখী অনুভব করবেন। আজ আপনি আপনার কর্মেদায় জমিয়ে রাখতে চাইবেন। মিথুনঃসম্পর্কের বিচারে বলা যায়, আপনি কোনও তুচ্ছ বিষয়ে আজ তর্ক করতে চাইবেন না এবং অনেক বেশি ক্ষমশালী হয়ে উঠবেন। আপনি আপনার জীবনের রোমাঞ্চ বজায় রাখতে বন্ধপরিকর এবং আপনার সঙ্গীও আপনার সঙ্গে থেকে অত্যন্ত খুশি হবে।

কর্কটঃ প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার জন্য অসাধারণ কোনও সংবাদ অপেক্ষা করছে। প্রিয়তমকে মুগ্ধ করান নতুন নতুন ভাবে তাকে পারেন, নতুন নতুন সন্তাবনা আছে। যারা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তারা বিবাহ করতে পারেন। ব্যবহারিক পন্থা আপনাকে আর্থিক বিষয় নিয়ে নিশ্চিত করতে পারে। শুভদিন। সিংহঃআজকে আপনি অত্যন্ত বাস্তববাদী থাকবেন। আপনার চারপাশের ঘটনা এবং মানুষজন সম্পর্কে আপনি গভীরভাবে চিন্তা করবেন। আপনার আবেগকে আপনি সযত্ন রাখবেন।

কন্যাঃ যদি কাউকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার সঠিক সময়ের অপেক্ষা করে থাকেন, তাহলে আজকের দিনটিতে আপনি সবজ্যেবে ভালোভাবে নিজের মনভাব জানাতে পারেন। পুরনো লগ্নিতে তাজা ভালো লাভের অঙ্ক আসবে। তুলাঃ প্রেম জীবন নীরব মনে হতে পারে ও তাকে আবার চম্চা করে তেলোর জন্য আপনাকে অন্যরকম নতুন কিছু ছেবে বার করতে হবে। **বৃশ্চিক**ঃ আপনার পরিবারের সদস্যদের সুখী করার উদ্দেশ্যে আপনি প্রচেষ্টা চালাবেন এবং আপনার আনন্দকেও সেটা সুখ এনে দেবে। যদিও আপনার ব্যাকের অ্যাকাউন্টে কোনও নতুন আমানত জমা পড়বে না। আপনার উপার্জন আপনার জন্য আপনাকে আজ যশ-খ্যাতি এনে দেবে।

ধনুঃআপনার প্রিয়তমকে পাশে পাওয়ার ফলে মানসিক চাপ সামলানো সহজ হবে। নিজেদের মধ্যে যোঝাপড়া ধীরে ধীরে উন্নত হবে। কিন্তু সঙ্গকে আপনার সঙ্গীকে নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

মকরঃআপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি নতুন উদ্দাবনী ধারণা নিয়ে আসতে পারেন। আপনাকে অনেকও লগ্নিতে ঝুঁকির বিষয়টি মূল্যায়ন করতে পারবেন। আপনার পেশাগত দক্ষতাকে আরও ক্ষুধার করে তুলতে পারবেন আপনি।

কুর্কুঃ বাস্তব ঘটনাপরম্পরায় আপনি আজকে অর্থব্যয় করেন যথাযুক্ত বিবেচনা করে। যেহেতু আপনার ভাগ্যও আপনার প্রতি খুব একটা প্রসন্ন নয়, তাই আপনার উচিত হবে আগে অর্থনৈতিক জোর বিবেচনা করে তবেই খরচ করা।

মীনঃ আপনার প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি অন্তত একঘেয়ে কাটবে না, যেহেতু আপনি আপনার প্রেমিকপ্রেমিকার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন ঠিক করেছেন যিনি আপনাকে আজকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। শনিবার সকালেও আকাশ ঘেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।আগামী বোে কিছু দিন উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও সোমবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বভাস রয়েছে। এর মাঝে সারা সপ্তাহ জুড়েই কমবেশি ঝড়-বৃষ্টি চলবে।

তাপমাত্রা- ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আবেশ্চিক আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৭৫ শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০৮.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করুন।হা।জোয়ার-১১পূর্ব ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। তাই-১১পূর্ব ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২৫মিনিটে

দিল্লিতে কালীবাড়িতে সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কিছুটা চমকে দিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দিলীপ খোষ উপস্থিত হয়ে গেলেন দিল্লির কালীমন্দিরে। রাজ্যের নতুন সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের অহাৎনোে সাড়া গিয়ে ফের সক্রিয় হয়েছেন তিনি। সংগঠনের কাজেই আপাতত দিল্লিতে সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ। একাধিক বৈঠক, আলোচনা, জনসংযোগের কাজ করছেন। তারই মাঝে সন্ধ্যায় দিল্লির সিআর পার্কের কালীবাড়িতে পূজা দিয়ে এলেন তিনি। সঙ্গে স্ত্রী রিক্ত মজুমদার। ২০২৬ কে পাথির চোখ করাই যে তাঁর ‘বাংলার পরিবর্তন’ প্রার্থনা, তা বোধহয় বুঝতে বাকি নেই কারও। বৃধবারই শীর্ষ নেতৃত্বের তলব পেয়ে দিল্লি উড়ে গিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। সেখানে বঙ্গের নতুন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকেও ডাকা হয়েছে। মনে কা হাঙ্কিল, শমীকের নেতৃত্বে কীভাবে বঙ্গ বিজেপি এগোবে, তার রূপরেখা ঠিক করে দিতে পারেন

মাদ্রাসার শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বদ্যোপাধ্যায়, মহেশতলা ঃ এবার মহেশতলায় দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, কাগাড়া়য় হাই মাদ্রাসার এক শিক্ষক। আর এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। অভিযুক্ত হাই মাদ্রাসার এক শিক্ষক। নির্ঘাতিতা বাড়িতে বিষয়টি জানাতেই অভিযুক্তকে ব্যাপক মারধর করেন পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ। আর এই ঘটনাটি ঘটেছে মহেশতলা থানার জ্ঞান্য এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম মতিউর রহমান মোল্লা। তিনি মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য। শুক্রবার শিক্ষক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী মাদ্রাসার দাইরেক্টরে বই আনতে গেলে ওই শিক্ষক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

বাড়ি ফিরে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা জানালেন টুঁচুড়ার দেবাশিষ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ঙ্গালি ঃ সঙ্গে ছিল পাসপোর্ট, আধার, প্যান, ভোটার কার্ড-সহ একাধিক পরিচয়পত্র। তা সত্ত্বেও ওড়িশায় কাজে গিয়ে চরম হেনস্তার শিকার ঙ্গালির দেবাশিষ দাস। শনিবার বাড়ি ফিরে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বললেন তিনি। টুঁচুড়া ২ নং রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা দেবাশিষ দাস। বিভিন্ন প্রকল্পে অগ্রিনির্বাণপন ব্যবস্থার কাজ করেন। গত ১৯ জুন এক সংস্থার হয়ে ওড়িশায় কাজে গিয়েছিলেন দেবাশিষ। সঙ্গে ছিলেন বেশ কয়েকজন। অভিযোগ, ওড়িশার স্থানীয় পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের হেনস্তা করে। তাঁদের কাজের জায়গা থেকে অন্যত্র তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের কাছে থাকা নানা পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া

২৯ বছর বিনামূল্যে ডাক্তারি পরিষেবা পুরুলিয়ার নির্বানানন্দ মহারাজের



দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়াঃ ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন তিন দশক ধরে। তাই বলে মানব সেবা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সরে আসেন নি। ইনি হলেন নির্বানানন্দ মহারাজ। দীর্ঘ ২৯ বছর বিনামূল্যে ডাক্তারি পরিষেবা দিচ্ছেন পুরুলিয়ার মানুষকে। পুরুলিয়ারবাসীর কাছে ডাক্তার মহারাজ হিসেবেই পরিচিত তিনি। কী ভাবে একজন কাউন্সিল পেশ্প্যালিস্ট ‘ডাক্তার মহারাজ’ হয়ে উঠলেন? সেই গল্প জানলে চমকে উঠবেন। পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র স্বামী নির্বানানন্দ মহারাজ। নড়িহা জিমন্যাস্টিক ক্লাবের বিপরীতেই তাঁর বাড়ি। ১৯৬৭ সালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। তারপর দিল্লির উইলিংটন হাসপাতাল যা বর্তমানে রামমোহন লোহিয়া হাসপাতাল নামে পরিচিত, সেখানে এক বছর চাকরি করেন। এর পর ১৯৭০ সালে ‘এইমস’ থেকে এমডি, কার্ডিওলজির উপর ডিগ্রি

দলের শীর্ষ নেতারা। আর সে ক্ষেত্রে শমীক ‘লবিং’ অন্যতম নেতা দিলীপ ঘোষের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রাজ্য বিজেপির সভাপতি হিসেবে দিলীপ অভিজ্ঞ। এছাড়া সংগঠনকে আরও সক্রিয়, লাড়াকু করতে তুলতে তাঁর ভূমিকা বড়সড়। তাই অনুমান ছিল, কারণে দিলীপ, শমীককে একসঙ্গে নিয়ে ছাব্বিশের লাড়াই নিয়ে পরামর্শ দিতে চেয়ে দিল্লিতে গেলেন সিআর পার্কের কালীবাড়িতে পূজা দিতে। সেখানে তাঁকে হলুদ, লাল উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান মন্দিরের সদস্যরা। পূজা দেওয়ার পর বেরিয়ে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতির জানালেন, তিনি বাংলার পরিবর্তন, শান্তির জন্য প্রার্থনা করছেন। এছাড়া নিজের জন্মও তাঁর প্রার্থনা, ‘সব জটিলতা কাটিয়ে নিজেও যেন এগিয়ে যেতে পারি।’

সুদীর্ঘ ইতিহাসের স্মাক্ষী

দূরস্বভাবা, উঃ ২৪ পরগনা বসিরহাটের ধানকুড়িয়া ঃ ধান্যকুড়িয়া বসিরহাটের কাছে অবস্থিত একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এই গ্রাম আজও তার অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয়। সপ্তাহান্তে গ্রামে শহুরে পর্যটকদের ভিড় জমে, আর সপ্তাহের মাঝের দিনগুলোতে ধান্যকুড়িয়ার চিরচেনা গ্রামা সৌন্দর্য ও নিটোল পরিবেশ ফিরে দেখা যায়। ধান্যকুড়িয়ায় ঢুকলেই প্রথমেই চোখে পড়ে গায়েরন জমিদারবাড়ি। এই বাড়িটি তার স্থায়িত্ব এবং ভৌগোলিক আকর্ষণ দ্বারা অসাধারণ গুরুত্ব বহন করে। এক সময় এটি ব্যবসায়িক এবং সামাজিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও পরিচিত ছিল। গায়েরন জমিদারবাড়ির ঠিক পাশে অবস্থিত সাউদের জমিদারবাড়ি। ব্যবসায়িক সম্পর্কের সূত্রে গায়েরনদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল; সেই সঙ্গে বল্লভদের সঙ্গেও তাঁদের সংযোগ ছিল। এই জমিদারবাড়ি এলাকায় গাণিতিক হাের প্রতিষ্ঠিত ছিল পারিবারিক সম্পর্ক ও ব্যবসার সংহতি। ধান্যকুড়িয়ায়, সাউদের জমিদারবাড়ির কাছাকাছি, দেখা মিলবে শতাধিক বছরের পুরনো এক বিশাল বাগানবাড়ির। এখানে দুকসেই প্রাচীনত্বের ছোঁয়া থাকা একটি নিপুণ শিল্পকর্ম চোখে পড়ে; শিল্পির দূর্দান্ত কৌশল ও নকশা আজও আকর্ষণীয়ভাবে বজায় আছে। সাউদের এই বাগানবাড়িতে এক সময় জমিদাররা সন্ধ্যার পর অবসর কাটাতেন। রাতে যখন আলো-আধারের শেলা শুরু হতো, তখন এখানে আন্দ-উষাব, গান ও আলো দেখার মত দৃশ্য সৃষ্টি হত। প্রাচীন এই বাড়িতে এখনো দেখা মেলে একটি ভয় ভয়ালপুংখ; যা সেই সময়ের সাংস্কৃতিক প্রবাহের সাক্ষী।

জয়নগরের যুবক বিহারে নিখোঁজ



দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগরঃ পেটের দায়ে ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের এক যুবক। ঘটনায় চরম উদ্দিগ্ন তাঁর পরিবার। ইতিমধ্যেই জয়নগর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন স্বজনরা, তদন্তে নেমেছে বিহারের পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জয়নগর থানার চরাঘাটা গোদাবর গ্রামের বাসিন্দা বাব্বা সেখ (৩২) গত ২০ জুন বিহারের ভোজপুর জেলার জগদীশপুর থানার দুধপুর এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজে যান। সহকর্মীদের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করার পর ৬ জুলাই, মহররের দিন, হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। সহকর্মী গিয়াসউদ্দিন পেলান জানান, ‘মহররের দিন বলেছিল দোকানো যাচ্ছে। এরপর আর ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও কোনো হিন্দ না পেয়ে আমরা ১০ জুলাই জগদীশপুর থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করি।’ এদিকে বাব্বার ভী়া তামামা সেখ বলেন, ‘আমার স্বামী যেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে, সেই প্রার্থনাই করছি।’ পুলিশ যাতে দ্রুত খোঁজ যায়, সেই আবেদন জানিয়েছে।’ বাব্বার বাবা আমিনউদ্দিন সেখ জানিয়েছেন, ‘ছেলের নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে আমরা স্তব্ধ। থানায় অভিযোগ করেছি। ছেলের কোনো সন্ধান না পেয়ে আমরা সবলোই অসহায় অবস্থায় আছি। প্রতিদিন তাকিয়ে আছি; কখন সে ফিরবে।’ আর এই ঘটনার জেরে আরও একবার ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিবারের আবেদন; যেন অবিলম্বে বাব্বা সেখের সন্ধান মেলে এবং তাঁকে নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে আনা যায়।

ম্যানগ্রোভ আরণ্য বাড়তে প্রশাসনিক উদ্যোগ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগরঃ দঃ ২৪ পরগনা, ধ্বংস নর, সুস্তির উদ্যোগ গ্রহণ কুলতলীর প্রশাসনিক অধিকারকরদের। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে, বিশেষ উদ্যোগ কুলতলী থানা, গিয়ালী বন দফতর ও কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতির। কয়েক শত গাছের চারা রোপণ করে বিশেষ বার্তা দিলেন তারা। বারে বারে আমরা দেখছি প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনবাসীদের রক্ষা করতে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য বাড়ের সম্মুখে ঢাল হয়ে লাঁড়িয়েছিল। যার জন্য আমরা এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি। আর সেই ম্যানগ্রোভ জঙ্গল দিনের পর দিন ধ্বংস করা হচ্ছে। কোথাও বা মরেছে ভেড়ি কোথাও বা বসবাসভিঁ কোথাও বা রাস্তাঘাট বানাতে অসংখ্য অসংখ্য গাছও কাটতে হচ্ছে। জঙ্গল সংরক্ষ কিছু মানুষ জ্বালানি কাঠ হিসাবে কিনা সবজি বাগানের মত্য করতে, অচিরে ধ্বংস হতে চলবে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। আগামীতে এই অরণ্য যাতে সুরক্ষিত থাকে ও বেশি কয়ে গাছ লাগিয়ে পরিবরের ভারসাম্য বজায় রাখা যায় তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল কুলতলীর কৈশালী পর্যটন কেন্দ্রের আশ পাশ করেরসহ গাছের চারা লাগিয়ে বিশেষ বার্তা দিলেন তারা। আগামীতে সারা বাংলা জুড়ে এমনই ভাবে মানুষ জন এমনই উদ্যোগ গ্রহণ করুক।

সামনেই দুর্গাপূজো, লাগাতার বৃষ্টিতে চিন্তায় প্রতিমা শিল্পীরা



দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া ঃ আশ্বিনের শুরুতেই দুর্গাপূজা,এদিকে লাগাতার টানা বৃষ্টির ফলে সমস্যায় প্রতিমা শিল্পীরা, চিন্তার ভাঁজ পেড়েছে হাওড়ার মৃৎশিল্পীদের কপালে। বৃষ্টির কারণে প্রতিমা তৈরির প্রধান উপাদান মাটি তৈরি এবং প্রতিমা শুকাতে সময় লাগছে, ফলে কাজে দেরি হচ্ছে। অনেক শিল্পী তাঁদের কর্মশালায় ছাউনির ব্যবস্থা করতে পারছেনও, বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া মূর্তি শুকাতে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়াও, বৃষ্টির কারণে প্রতিমার কাঠামো তৈরির কাজও বাহত হচ্ছে, কাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয়

করণ জোহর স্বাস্থ্য গুজব প্রত্যাখ্যান করেছেন, ‘ম্যায় জিন্দা হুঁ অর জিন্দা রাহুঙ্গা’ ঘোষণা করেছেন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি অনলাইনে কণণ জোহরের ওজন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসের ঘটনা নিয়ে আলোচনা ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, ভাইরালা একটি ছবিতে তাকে আরও পাতলা দেখাতে দেখা যাওয়ার পর অনেকেই তার সুস্থতা নিয়ে জল্পনা শুরু করেছেন। ধড়ক ২-এর ট্রেলার লঞ্চ গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর, চলচ্চিত্র নির্মাতা তার রূপান্তর সম্পর্কে খোলামেলা কথা বলেছেন, অসুস্থতার যে কোনও দাবি দৃঢ়ভাবে উড়িয়ে দিয়েছেন। জোহর সোশ্যাল মিডিয়ার নাটকীয় সূরের প্রতি হালকাভাবে কানক করে শুরু করেছিলেন, স্বীকার করেছিলেন, ‘ম্যায় ইফ্টারনেট পার লগন নে তো মুঝে মার হি দালা থা’, যার অর্থ, ‘আমার রূপান্তরের কথা শুনে মানুষ আমাকে কার্যত মেরে ফেলেনে।’ তিনি দর্শকদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তিনি আগের চেয়েও সুস্থ বোধ করছেন, তার নাড়াচাড়া়য় নতুন করে হালকা ভাব এবং আনন্দের বর্ণনা দিয়েছিলেন। তছামি কখনও আমার পায়ে হালকা বোধ করিন,দ তিনি বলেন। তার ওজন হ্রাসের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, জোহর জীবনযাত্রার পরিবর্তনকে দায়ী করেন - ব্যায়াম এবং সচেতন ধার্যের একটি সুশৃঙ্খল রুটিনের উপর জোর দেন। তিনি ওজেন্সিপকের মতো কোনও ওজন কমানোর গুণ্ধ ব্যবহার অস্বীকার করেছিলেন, যা অনলাইনে গুজবে প্রচারিত হয়েছিল। ‘ওজন কমানোর পেছনে একটাই কারণ আছে; আমার জীবনে সুস্থতা পরিবর্তনের জন্য আমি অনেক স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গ্রহণ করেছি,’ তিনি ব্যাখ্যা করে আরও বলেন, ‘ম্যায় জিন্দা হুঁ অর জিন্দা রাহুঙ্গা... আমি আরও অনেক বছর বেঁচে থাকতে চাই, বিশেষ করে আমার সন্তানদের জন্য’। জোহরের স্বচ্ছতা ভক্তদের মনে দাগ কেটেছিল, যাদের অনেকেই উদ্বেগ এবং সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন;

মোদীকে কি অবসর নেওয়ার ইঙ্গিত দিলেন মোহন ভগবত ?



দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দু’জনের বয়স ৭৫ এর ঘরে। একজন দলের ও অরাজক সংঘের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করছে। এবার? ‘৭৫ বছর বয়সে কেউ সংসদীয় দিতে আসলে বুঝতে হবে অবসরের সময় হয়ে গিয়েছে।’ বৃহস্পতিবার নাগপুরে এমন বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অবসর নিয়ে জল্পনা আরও একবার উদ্ভব দিলেন রাস্ত্রীয় সয়ং সেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ৭৫ বছর পূর্ণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। একই মাসে ৭৫ পূর্ণ করবেন মোহন

কেউ কেউ মজা করে বলেছিলেন যে তিনি সিম্পসনের চরিত্রের মতো, আনন্দের সাথে তাকে ‘মিস্টার বার্নস’ ট্যাগ করেছিলেন। তবুও, হাস্যরসের মধ্যে, সম্ভাব্য অসুস্থতা সম্পর্কে মন্তব্যও শিকড় গেড়েছিল, রেডিটের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিতে জল্পনা-কল্পনা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে জোহরের স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনুষ্ঠানে, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তার ওজন কমানো সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাকৃত এবং স্বাস্থ্যকর ছিল ‘আমি কখনও ভালো বোধ করিনি, আমি খুব খুশি,’ তিনি নিশ্চিত করেন। তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন যে তার স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে কাঠামোগত ওয়ার্কআউট; যেমন সাঁতার এবং প্যাডেল বোর্ড; এবং খাবারের পরিকল্পনা কমানো, যদিও তিনি চরমপন্থার চেয়ে সংযমের উপর জোর দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীরা জোহরের কথায় আশ্বাসের চেয়েও বেশি কিছু দেখতে পেয়েছিলেন - তারা সুস্থতা এবং স্থিতিস্থাপকতার বার্তা পেতে পেয়েছিলেন। তার সন্তানদের উল্লেখ ব্যক্তিগত বৃষ্টির উপর জোর দিয়েছিল, যা দীর্ঘায় এবং গল্প বলার জন্য তার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, ‘আমার মধ্যে অনেক গল্প বাকি আছে, আমি চাই সেগুলি দর্শকদের কাছে পৌঁছাক।’ জোহরের ছবি অনলাইনে প্রচারিত হওয়ার পরপরই মন্তব্যগুলি প্রকাশিত হয়, যা স্বাস্থ্যের অবনতি এবং বার্ধক্য সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনাকে আরও বাঁধছে তোলে। কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিলেন যে তার রূপান্তর ‘প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সম্ভূতচিত এবং বার্ধক্য’ হচ্ছে, আবার কেউ কেউ চিকিৎসা হস্তক্ষেপ সম্পর্কে যড়বয়় তত্ত্ব শুরু করেছিলেন। জোহরের প্রতিক্রিয়া ভিত্তিহীন গুণ্ধের সংশোধন

হিসাবে কাজ করেছে, তার নিজের অভিজ্ঞতায় সত্যকে মোত্তর করেছে। এই স্বাস্থ্যের বর্ণনা জোহরের আরেকটি সাম্প্রতিক উদ্যোগের সাথে জড়িত ধড়ক ২ ট্রেলার লঞ্চ। ২০১৮ সালের হিট তারকা নবাগত তৃপ্তি ভিথি এবং সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর সিকুয়েল, শাজিয়া ইকবাল পরিচালিত এবং জোহরের ধর্ম প্রোডাকশনের অধীনে সহ-প্রযোজনা। এই অনুষ্ঠানটি জোহরের আত্মবিবাস্তা এবং প্রাণশক্তিকে নির্দেশ করে, যা ইঙ্গিত দেয় যে তার ক্যারিয়ারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অক্ষুণ্ন রয়েছে। বলিউডের শিল্পক্ষেত্র জোহরের যোগ্যতার তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন। এমন একটি মিডিয়া সংস্কৃতিতে যেখানে উপস্থিতি ভাইরাল জল্পনা-কল্পনার জন্ম দেয়, গুজবের সাথে তার সরাসরি বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিচ্যুত হওয়ার পরিবর্তে জবাবদিহিতা গ্রহণ করে, তিনি তার বর্ণনার উপর নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করেন - কেবল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে নয়, বরং সেলিব্রিটি অনলাইনে কীভাবে যোগাযোগ করেন সে সম্পর্কেও। জোহরের বার্তা একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য, স্বচ্ছতা এবং সামগ্রিক সুস্থতা কনশাধারণের সেলিব্রিটি সংলাপে কেন্দ্রীয় হয়ে উঠেছে। তার বক্তব্য সততার সূরের সাথে প্রতিধ্বনিত হয় যা দর্শকরা চক্ষুচকতায় চেয়ে ক্রমবর্ধমানভাবে মূল্যবান বলে মনে করেন। সামনের দিকে তাকিয়ে, ধড়ক ২ জোহরের নতুন প্রযোজনার মাইলফলক চিহ্নিত করবে - এবং তার স্বাস্থ্যের চ্যারপাশে স্পষ্টতার এই মুহূর্তটি ব্যক্তিগত সমর্থনের চেয়ে বেশি ইঙ্গিত দেয়। এটি তার স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা এবং সুজনশীল শক্তির একটি নিশ্চিতকরণ। যেমনটি তিনি বলেছিলেন, ‘আমি আমার সন্তানদের জন্য দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে চাই - এবং আমার অনেক গল্প বাকি আছে।’

গভীর রাতে বুলডোজার নামিয়ে ব্যাভেল স্টেশনের সামনে উচ্ছেদ

দূরস্বভাবা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ শুক্রবার গভীররাতে বুলডোজার নামিয়ে ব্যাভেল স্টেশনের সামনে বেশি কাটি দোকান। রেলের তরফে চলে এই দশদলার উচ্ছেদ। হকারদের মালপত্র সরিয়ে নিতে গিয়েছিল রেল। রেলের তরফে অনেক আগেই নোটিস দিয়ে বলা হয়, দশ তারিখের মধ্যে রেলের জায়গা খালি করে দিতে হবে। অন্য রেলের জায়গায় থাকা দোকানদার উঠে যাওয়ার জন্য নোটিস দেয় রেল। তা নিয়ে গুরু হয় আন্দোলন। রেলের এলাকায় বসবাসকারি বাসিন্দা

সাউথ ক্যালকাটা ঘটনার পর এবার জোকার বয়েজ হস্টেলে ধর্ষণ

দূরস্বভাবা, কলকাতা ঃ ভয়ঙ্কর, গা শিঙের ওঠা। আবারও ধর্ষণের অভিযোগ। আবারও সেই কলকাতা। আরজি কর কাণ্ডের পর এক বছরও কার্টুনি। একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। সাউথ ক্যালকাটা ল’ কলেজের ঘটনার পর এক মাসও ঘুরল না। এবার আই.আই.এম. জোকার বয়েজ হস্টেলে ধর্ষণের ভয়ানক অভিযোগ। ইনসিটিউটের দ্বিতীয় বর্ষের ম্যাজেস্টেম্ট পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ওই পড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ।নির্ঘাতিতার অভিযোগ, কাউন্সেলিংয়ের নাম করে তাঁকে ডাকা হয়। অন্য কাজে দরকার আছে বলে তাঁকে বয়েজ হস্টেলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাকে খাবার সেতে দেওয়া হয়। তখন তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায়

তাঁর উপর চলে শারীরিক নির্ঘাতন। ধর্ষণ করা হয় তাঁকে। নির্ঘাতিতার বয়ান অনুসারে, তিনি পুরো সময় আচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে ছিলেন। যখন সন্ধিৎ ফেরে, দেখেন বয়েজ হস্টেলে পড়ে রয়েছেন তিনি। তখন তিনি ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ করেন। এরপর পুলিশ ক্যাম্পাসে গিয়ে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে। তারপর গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। নির্ঘাতিতার অভিযোগ, কাউন্সেলিং সেশনের নাম করে তাঁকে ডাকা হয়েছিল। বয়েজ হস্টেলে ঢোকর পর সেখানে ভিজিটর বুকেও সহি করতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। সেখানে পিংজা এবং জল খাওয়ানো হয়, তারপরই তিনি আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। ধর্ষণে লাশা দিলে তাঁকে মারধরও করা হয় বলে নির্ঘাতিতার দাবি।

জামাই বাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান



দূরস্বভাবা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, ঙ্গালি ঃ হরিপাল ব্লকের জামাই বাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হলো। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেতা রাম মামা, হরিপালের

বিধায়িকা ডাক্তার করবি মামা এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ কুমার সিংহ ছাড়াও বিশিষ্ট চিকিৎসক ছাড়াও গুণীজনেরা। ওই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মহোদয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তির মনীষীদের মূর্তিতে মাল্য দান করেন এবং কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষদান



দূরস্বভাবা, নববারাকপুর ঃ শনিবার সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে অরণ্য রক্ষার কাজে নিউ বারাকপুর কেন্দ্রার ফাউন্ডেশন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এর উদ্যোগে স্থানীয় মানুষা গণ্ড কলোনী, পশ্চিম কোদালিয়া শিশুপীঠ এবং কিশলয় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিভিন্ন ফুলের গাছ রোপন করা হয় এবং বিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক, শিক্ষিকা দের বৃক্ষদান করা হয়। সংস্থার পক্ষে সভাপতি সৃজিত রায় এবং সম্পাদক মনোজ মন্ডল জানান প্রতি বছরের মতো এবছরও সংগঠনের বর্ষব্যাপী নানাবিধ

সামাজিক, সাংস্কৃতিক সেবা মূলক কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষদান। রাজ্য জুড়ে চলছে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এলাকায় সবুজায়নে নববারাকপুরে ডিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষ, মেহগনি, আম, পেয়ারা, নিমগাছ এর মতো নানান গাছ লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষক শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের বৃক্ষদান করা হয়। সংস্থার সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল বেশ ভালো।

বাগবাজারে সারদা মায়ের বাড়ির উপর জমি হাওড়ের ত্রাস



দূরস্বভাবা, নিজস্ব প্রতিনিধি, বাগবাজারঃ ইতিহাস বলছে, বাগবাজারের বাড়িতে তখন সারদা মায়ের বাড়িতে কাজ করতেন চন্দ্রমোহন দত্ত। তাঁর শিষ্য জগদমোহন একদিন সারদা মায়ের কাছে কৈঁদে ফেলেন। সারদামায়ে তিনি বলেন, বাড়িওয়ালার অভিযোগে ডাড়াবনে আর থাকতে পারছেন না। সেকথা শুনে চন্দ্রমোহন দত্তকে বাড়িটি দান করেন। এই বাড়িতে থাকা চন্দ্রমোহনের নাতি কার্তিকচন্দ্র দত্তের মৃত্যুর পর থেকে শ্রোমোটারদের দোরায় বাড়ে বলেই অভিযোগ। ইতিমধ্যে দেশে খামকিটা অংশ নাকি দখলও করে নেয়। বাকি অংশে অবশ্য এই পরিবারেরই আরেক উত্তরাধিকার সন্নীর দত্ত এবং তাঁর ভাই অবসান শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত।

রিপোর্ট খতিয়ে দেখেন। আদালতের নির্দেশ, অবৈধ জায়গায় নির্মীয়মান অংশ ভেঙে ফেলাতে হবে। সময় মাত্র ৩০ দিন। তাঁদের অভিযোগ, মাত্র চার ফুট রাস্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনতলা বাড়ির অনুমোদন জোগাড় করে শ্রোমোটার। সেইমতো কাজও শুরু করে। পুরসভায় ওই পরিবারের তরফে অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গত ২০২১ সালে এই বাড়ি পরিদর্শনে যান পুরসভার আধিকারিকরা। তা সত্ত্বেও পুরসভার আধিকারিকরা যেআইনি নির্মাণ আটকাননি বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তারা। বিষয়টি খতিয়ে দেখে অবৈধ নির্মাণ রুখতে হস্তক্ষেপ করে কলকাতা হাই কোর্ট। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-২২২, রবিবার, ২৮ আষাঢ় ১৪৩২

শুধু উপেক্ষা নয়, প্রয়োজন বয়স্কদের পাশে দাঁড়ানোর দায়

একটি সমাজের সভ্যতা কতটা উন্নত, তা বোঝা যায় সেই সমাজ কীভাবে তার প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে আচরণ করে তা দেখেই। দীর্ঘ জীবন পরিচ্রমায় যারা আজ অবসরপ্রাপ্ত, যাদের কাঁপে ভর করেই পরিবার গড়ে উঠেছে, সমাজ শক্ত ভিত পেয়েছে, রাষ্ট্র এগিয়ে গিয়েছে-সেই মানুষগুলোর প্রতি যত্ন নেওয়া কি শুধুই নৈতিক দায়িত্ব? না, এটা মানবিকতার একটি অপরিহার্য অংশ। আজ আমরা দেখছি, প্রবীণদের অনেকেই একাকীত্বে, অবহেলায় ও নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন। পরিবার যেমন এই দায় এড়াতে পারে না, তেমনই রাষ্ট্রও দায় এড়াতে পারে না। তাই আজকের প্রেক্ষাপটে, প্রবীণদের নিয়ে আমাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। বর্তমান যুগে আমাদের পারিবারিক কাঠামো দ্রুত বদলাচ্ছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যৌথ পরিবার ভেঙে পারমাণবিক পরিবার গড়ে উঠেছে। বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদু-ঠাকুরার একসঙ্গে বসবাসের ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। কর্মসংস্থান, পড়াশোনা বা জীবনের গতির কারণে ছেলেমেয়েরা বহু দূরে, অন্য শহরে বা দেশের বাইরে বসবাস করছে। ফলে একক পরিবারে বয়স্ক বাবা-মায়েরা থেকে যাচ্ছেন একা, অনেকে অসুস্থ শরীর নিয়ে একফোঁটা যত্নের অশাশ্বাদি দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতি শুধু দারিদ্র্য বা গ্রামীণ জীবনের সমস্যা নয়, শহরেও প্রবীণদের দুঃখের ছবিটি একই রকম। শহরের বিলাসী বহুতলে কিংবা মধ্যবিত্ত আবাসনে একলা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের খুঁজে পাওয়া যায়, যারা দিনের পর দিন কারো সঙ্গ ছাড়াই সময় কাটান। কারো হাতে ফোন থাকলেও, কথা বলার মানুষ নেই। কিছু মানুষের সন্তানদের সময় নেই, কিছু ক্ষেত্রে আবার সম্পর্কটাই ছিন্ন হয়ে গেছে। অথচ এই মানুষগুলোই হয়তো একদিন নিজের সন্তানদের পড়াশোনা, সৎসার গড়ার জন্য দিন-রাত খেটে গেছেন। সমস্যা শুধু মানসিক বা আবেগগত নয়, শারীরিক ও আর্থিক দিকেও প্রবীণদের অসহায়তা প্রকট হয়ে উঠেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাঁটুর সমস্যা, চোখ-কান দুর্বলতা প্রভৃতি রোগে একজন প্রবীণ মানুষ প্রতিনিয়ত ভোগেন। কিন্তু চিকিৎসার খরচ, ওষুধের দাম এবং হাসপাতালে যাতায়াতের ব্যয়িত্তে অনেকেই চিকিৎসা নিয়মিত নিতে পারেন না। অনেক প্রবীণ আবার আর্থিকভাবে নির্ভরশীল, কেউ পেনশন পান না, কেউ আবার নিজের আয় থেকে সন্তানদের জন্য সব দিয়ে নিঃশ্ব হয়ে গেছেন। ফলে চিকিৎসা তো দূরের কথা, ন্যূনতম স্বাস্থ্যস্ব্যজনক জীবনযাপনই তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবীণদের জন্য বিভিন্ন ভাতা, পেনশন, চিকিৎসা সুবিধা, আইনগত সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে বহু প্রবীণই এই সুবিধাগুলি পান না। সরকারি প্রকল্প অনেক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ফাইলের পাতায় থেকে যায়, বাস্তবে তার রূপায়ণ অনিয়মিত ও অকার্যকর। আবার অনেক প্রবীণ জানেনই না কী কী অধিকার বা সুবিধা তাদের জন্য বরাদ্দ আছে। তথ্যের অভাব, ডিজিটাল ব্যবস্থার জটিলতা এবং প্রশাসনিক দুর্ব্যবস্থার কারণে তারা বঞ্চিত হন। এছাড়াও, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সম্মানের অভাব প্রবীণদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। প্রবীণদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, ঠকানো, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা, এমনকি গায়ে হাত তোলা বা গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা দিনকে দিন বাড়ছে। অনেকেই মনে করেন, বৃদ্ধ বাবা-মা বোঝা-তাদের যত্ন নেওয়া একটি দায়, ভালোবাসার সম্পর্ক নয়। এই মানসিকতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এটা শুধু মানবিকতার অবক্ষয় নয়, এক গভীর সাংস্কৃতিক বিপর্যয়। প্রবীণদের এই সামাজিক সংকট থেকে মুক্ত করতে পরিবার ও রাষ্ট্র-উভয়ের দায়িত্ব অপরিহার্য। পরিবারে সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে প্রবীণদের প্রতি সম্মান, সহনুভূতি ও দায়িত্বশোধ শেখার। শিশুদের শিখাতে হবে-দাদু-ঠাকুরার যত্না সন্তে বহু হওয়া শুধু আনন্দ নয়, তা জীবনের মূল্যবোধ গড়ে তোলে। বাড়ির প্রবীণ সদস্যদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যস্দ্দা, খাওয়াদাওয়া, কথা বলা-সব কিছুর জন্য যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শুধু কাজের চাপে ব্যস্ত বলে সম্পর্ক এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। এদিকে রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন প্রবীণদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা তৈরি করা, যা শুধু ভাতা নয়, মানসিক সুস্থতা, সামাজিক সংযুক্তি, আইনি সুরক্ষা, এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার নিশ্চয়তা দেবে। যেমন ধরুন, প্রবীণদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য শিবির, মোবাইল চিকিৎসা ইউনিট, ঘরে ঘরে পেনশন সরবরাহ, আইনি সহায়তা ডেস্ক ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকতে পারে। যারা সরনহীন, বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের জন্য সামগ্রী প্রদান আবাসন গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সঙ্গে প্রবীণদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি সেন্টার, পাঠাগার, সঙ্গীত বা আঁট খেলাপি ক্লাস, কিংবা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের একে অপরের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ করে দেওয়া উচিত। তারা যেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যান-এই চেষ্টাই হোক রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যতম অঙ্গীকার। আমরা ভুলে যাই, প্রবীণদের প্রবীণ, কাল তারা আমাদের মতোই তরুণ ছিলেন। তারা যুদ্ধ করেছেন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, শ্রম দিয়েছেন শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তুলতে, শিক্ষকের আসনে থেকেছেন, কৃষকের মাঠে দিন কাটিয়েছেন। আজ আমরা তাদের ঘরেই আছি, তাদের গড়া সমাজেই বাঁচছি। তাদের অবদান অঙ্গীকার করা মানে আমাদের অতীত অঙ্গীকার করা। অন্যদিকে, আমরাও তো একদিন প্রবীণ হবো। তখন আমরা কী চাইব? সন্তানদের অবহেলা? সমাজের ঠান্ডা ব্যবহার? চিকিৎসা না পাওয়ার যন্ত্রণা? যদি না চাই, তাহলে আজই ভাবতে হবে বর্তমান প্রবীণদের জন্য কী করা যায়। এই প্রসঙ্গে, প্রবীণদেরও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া জরুরি। তারা যেন নিজেকে না ভাবেন। বয়স হলোই সব থেমে যায় না। অনেক প্রবীণ মানুষ লেখালেখি করেন, শিক্ষাদান করেন, সমাজসেবায় যুক্ত থাকেন। তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এক অমূল্য সম্পদ, যা পরবর্তী প্রজন্মের কাজে লাগতে পারে। তাদের সক্রিয় রাখার সুযোগ, উৎসাহ এবং পরিকটামো গড়ে তোলাও একান্ত প্রয়োজন। সবশেষে বলতেই হয়-প্রবীণদের যত্ন নেওয়া, তাদের পাশে থাকা কোনো দয়া নয়, এটি কর্তব্য। পরিবার ও রাষ্ট্র উভয়েই যদি এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তবে সমাজ হবে আরও মানবিক, আরও সচেতন, আরও পরিপক্ব। প্রবীণদের মুখে যদি আমরা শান্তির হাসি দেখতে চাই, তবে আমাদেরই হতে হবে তাদের ভরসার জায়গা। কারণ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কেউ যদি ভালোবাসা ও যত্ন না পায়, তবে সেই সমাজের উন্নয়ন কেবল বাহ্যিক-তার অন্তর রিক্ত। তাই এখনই সময়, বয়স্ক নাগরিকদের দিকে আরও যত্নবান হয়ে ফিরে তাকানো। তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলার-আপনারা একা নন, আমরা আছি আপনার পাশে।

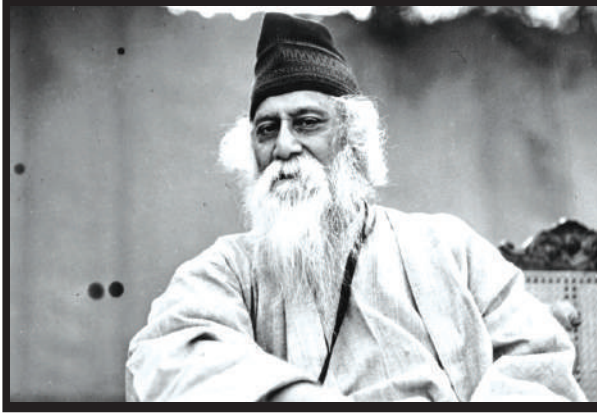
অনুকূল ঠাকুরের বাণী

শ্রী শ্রী অনুকূল ঠাকুর ছিলেন এক মহান আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক, যিনি ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজ ও ব্যক্তিগীবনের মাঝে এক গভীর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর বাণীগুলি শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় নয়, বাস্তব জীবনের নৈতিকতা ও মানবিক উন্নয়নেও অসাধারণ ভূমিকা রাখে। তিনি বলতেন- “সংযত হও, কিন্তু নিভীক হও। সরল হও, কিন্তু বোকা হয়ো না। এই বাণী মানুষেরে চরিত্র গঠনে এক অমূল্য দিশা দেয়। তাঁর মতে, স চিন্তা ও কর্মই প্রকৃত সত্য আর যে চিন্তায় মন সংকুচিত হয়, তা কুর্কম।” তিনি আরও বলতেন, “যদি উন্নতি করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ করা। এই কথার মাধ্যমে তিনি মানুষকে সত্যতা ও আন্তরিকতার পথে চলার আহ্বান জানান।” অনুকূল ঠাকুর বিশ্বাস করতেন, নারীর মর্যাদা ও শিক্ষা জাতির উন্নতির মূল চাবিকাঠি। তাঁর আরেক বিখ্যাত বাণী- মানুষ যদি ন্যমদামে লিপ্ত থাকে, তার কুলকিনারা নেই, যা নামজপ ও আদ্যশ্রুতনভার গুরুত্ব প্রকাশ করে। এইভাবে অনুকূল ঠাকুরের বাণী শুধুই ধর্মীয় নয়, বরং এক জীবনের দর্শন-যা মানুষকে উচ্চাশের পন্থে নিয়ে যায় সত্যতা, প্রেম ও কর্তব্যবোধের আলোয়।

বাংলাদেশের খুলনার মাটিতে ঠাকুরবাড়ির শিকড়! অবাক করা তথ্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ নিয়ে

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের এই নক্ষত্রের আদিপুরুষ ও স্বজনরা ছড়িয়ে আছে খুলনা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে।রবি ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস খুলনার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ নামক গ্রামে। একথা ১৯৫২সালের আগে কারও জ্ঞান ছিল না। এই পিঠাভোগ নামক গ্রামটি ঘাটভোগ ইউনিয়নভূক্ত। নওয়াপায়া থেকে ৭ কি.মি. দক্ষিণে কাজদিয়া সেতু পার হয়ে ১ কি.মি.পূর্বে ভৈরব নদের ৪শ’ ফুট উত্তরে কবিগুরুর পূর্বপুরুষের বসতভিটে পিঠাভোগের কুশারীবাড়িতে। কুশারীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাদেরকে পীরালী ঠাকুর বলা হতো। কুশারীদের একাংশ এখনও পিঠাভোগ গ্রামে বসবাস করছে। বিশ্বকবির পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর জমিদারির প্রয়োজনে হোক আর রক্তের টানেই হোক পিঠাভোগের কুশারীবাড়ির সাথে যোগাযোগ রাখতেন। পিঠাভোগ রবীন্দ্রনাথের আদি পুরুষের কারুকার্যয় সুদৃশ্য দ্বিতল ভবনের ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত অস্তিত্ব ছিল। উদ্যোচ্য, যশোর বৃটিশ ভারতের প্রথম ম্যাজিস্ট্রেটিস জেলা। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলার যাত্রা শুরু হয়। তখন রূপসার পিঠাভোগ গ্রামসহ এঅঞ্চল ছিল যশোর জেলার অধীনে।১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে খুলনা মহাকুমা তার ৪০ বছর পর ১৮৮২ সালে জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। পিঠাভোগ ও ঘাটভোগ ভৈরব নদের তীরবর্তী প্রাচীন জনপদ।ভৈরব অববাহিকার স্রোতধারা ধরে যে সব জনপদ গড়ে ওঠে তারই অন্যতম প্রাচীন জনপদ পিঠাভোগ। ঐতিহাসিকদের তথ্য সূত্র অনুযায়ী, বাগেরহাটে আগমনের প্রায় কয়েক শ বছর আগে ভৈরব অববাহিকায় এই প্রাচীন জনপদ গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক যোগসূত্র থেকে পিঠাভোগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব



পুরুষ কুশারীদের আর্বিভাবও গোড়াপত্তন এবং প্রাচীন আদিবসতি বিন্যাসের চিত্র থেকে গ্রামটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তথ্য মেলে। খ্রি. ষষ্ঠম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে আদিশুরের রাজস্বকারে বৌদ্ধ প্রভাবাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে হিন্দু ধর্মের বিশুদ্ধতা ফিরিয়া আনতে এ প্রাধান্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে কান্যকুব্জ থেকে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটে তাদের মধ্যে শাল্লিা গোত্রীর ক্ষিতিশ ছিলেন অন্যতম। পিঠাভোগের কুশারীরাওশাল্লিা গোত্রীয় ক্ষিতিশের বংশজাত ব্রাহ্মণের ধারাবাহিক উত্তর পুরুষ।

দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিকে পিঠাভোগের সন্তান খুলনার জন্মভূমি নামক স্থানীয় দৈনিকের তৎকালীণ রূপসা উপজেলা প্রতিনিধি অরুণ শীল (বর্তমানে এই বেলা ডটকমে কর্মরত) কুশারীর বাড়ি রবী ঠাকুরের আদি সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৯৫ সালের যে মাসে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন থেকে পিঠাভোগ ও কুশারী বংশ সম্পর্কে অবহিত হয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসককে দাপ্তরিক পত্র

পাঠায়। জেলা প্রশাসক কাজী রিয়াজুল হক, রূপসা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পি বি রায়, উপজেলা প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম পিঠাভোগের কুশারী বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রতিবেদন পাঠায়। কুশারী বাড়ির অট্টালিকা অক্ষত ছিল। অভাব অনটনের কারণে কবির বর্তমান বংশধরেরা সেই ভবনটি বিক্রি করে দেয়। খুলনার তৎকালীন জেলা প্রশাসক কাজী রিয়াজুল হকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং অর্থায়নে



পিঠাভোগের গৌরন্দ্র কুশারীও বরুন কুমার কুশারীর কাছ থেকে ১৯৯৫ সালের১৫ নভেম্বর ২৬ হাজার টাকা পোনে দর্শমিক ১৫ একর জমি রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালার পক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ক্রয় করে।

ওই বছরের ২৪ নভেম্বর সরকারিভাবে পিঠাভোগ নির্মিত হয় রবি ঠাকুরের ভাস্কর্য ও রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালা। সেই থেকে পিঠাভোগে ঘটা করে পালিত হচ্ছে কবির জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী। ২০০৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মসিউর রহমান পিঠাভোগ রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে অন্তর্ভুক্তকরণসহ উন্নয়নের জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর কাছে আবেদন করে। ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে কবির বাস্তুভিটা অনুসন্ধানে পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন হয়। কবির পূর্ব পুরুষের বসত ভিটে সংরক্ষণের কোন পদক্ষেপ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেনি।

কথিত রয়েছে ভট্ট নারায়ণের পুত্র দ্বীননাথ শাল্লিা গোত্রীয় শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ মহারাজা ক্ষিতিশুরের অনুগ্রহে বর্ধমান জেলার নামক গ্রামে দানস্বত্ব লাভ করে কুশারী

গোত্রভূক্ত হন (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড,পৃ. ১২১) সেখান থেকে রবী ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের উপাধি কুশারী উদ্ভব হয়। (রবীন্দ্র জীবনী,১ম খণ্ড, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়)। কালক্রমে ঢাকা, ঠাকুড়া ও খুলনার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে কুশারীদের আবাসভূমি হিসেবে গড়ে ওঠে। দ্বীননাথ কুশারীর অক্ষম পুত্র্য তরানাথ কুশারী ভৈরব তীরবর্তী পিঠাভোগ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তারানাথ কুশারীর দুই পুত্র রামগোপালও রামনাথ কুশারী। রামগোপালের পুত্র পিঠাভোগের জমিদার জগন্নাথ কুশারীই ছিলেন ঠাকুর পরিবারের আদি পুরুষ। ফলতলা থানার দক্ষিণডিহি গ্রামের শুকদেব রায় চৌধুরীর কন্যার জন্য ব্রাহ্মণপাত্র পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তিনি রূপসা থানার পিঠাভোগ গ্রামের জগন্নাথ কুশারীর সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেন। জগন্নাথ কুশারী পীরালি ব্রাহ্মণ পরিণত হয়। ভিন্ন জাতের কন্যা বিয়ে করে জাতিচ্যুত হয়। শেষাবধি তাকে পিঠাভোগ ত্যাগ করে শ্বশুরবাড়ি দক্ষিণডিহিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হয়। এভাবেই রবি ঠাকুরের দক্ষিণডিহির মাতৃকূলও

শ্বশুরকূলের রায় চৌধুরী বংশের সাথে কবির আদিপুরুষ পিঠাভোগের কুশারী বংশের প্রাচীনকালে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কটি ষোড়শ শতাব্দীর কোন এক সময়ের। এই জগন্নাথ কুশারীর দ্বিতীয় পুত্র পুরুষোত্তম থেকেই ঠাকুর ধারা প্রবাহমান। জগন্নাথ কুশারীর পরবর্তী বংশধর পঞ্চানন কুশারী পারিবারিক মত পার্থক্যের কারণে দক্ষিণডিহি ত্যাগ করে। গঙ্গাঁ তীরে কালিবাট কলকাতা শহরে গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি স্থাপন

করেন। কলকাতায় শহরের গোবিন্দপুরে খুলনার পিঠাভোগ গ্রাম থেকে আগত পঞ্চানন কুশারীকে স্থানীয়রা ভক্তি ভরে গ্রহণ করে। ইংরেজরা তখন আজকের ঐতিহাসিক কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন করে। স্থানীয়রা তাদের মুখপাত্র হিসেবে পঞ্চানন কুশারীকে ইংরেজদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ করেন। কুশারীরা দিন ব্রাহ্মণ। স্থানীয় রচিবান মানুষেরা ব্রাহ্মণ পঞ্চানন কুশারীকে সম্মান করে ঠাকুর বলে ডাকত। এভাবেই পিঠাভোগের কুশারী কলকাতায় ঠাকুর হিসেবে পরিচিতি পান। এসময়ে ভাগীরক্ষী নদীতে ইংরেজদের বাণিজ্য তরী ভীড়ত। সেই বাণিজ্য তরীর মাল ওঠানো এবং নামানোর ঠিকাদারী এবং খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের ব্যবসা করেন পঞ্চানন কুশারী। একাজে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের শ্রমিক এ শ্রমিকেরা পঞ্চানন কুশারীকে ঠাকুর বলে ডাকায় জাহাজের ক্যাপ্টেনদের কাছেও তিনি ঠাকুর বলে পরিচিত পান। তাদের কাগজপত্রে TAGORE বা TAGOURE লেখা দেখা যেত। এখান থেকে ঠাকুর উপাধির প্রচলন (রবীন্দ্র জীবনী ১ম পৃ.৩১)। কলকাতার

গোবিন্দপুর গ্রামের পঞ্চানন ঠাকুরের পরবর্তী বংশধর নীলমনি ঠাকুর অর্থ সম্পদের মালিক হয়ে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর বংশেই ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা সাহিত্যের



উজ্জ্বল নক্ষত্র নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চানন ঠাকুরের দুই পুত্র জয়রাম ও রামসন্তোষ এবং শুকদেবএর একপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। এরা তিনজনেই ইংরেজ বণিকদের সহায়তায় ইংরেজি শেখেন এবং ফারসি ভাষায় ব্যুপত্তি লাভ করেন। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জরিপকাজ শুরু হলে জয়রামও রামসন্তোষ আমিন পদে নিযুক্ত হন। সে জন্যে খুলনার পৈত্রিক বাসভূমি পিঠাভোগ আমিনের ভিটা বলে খ্যাত। অবশ্য উত্তরপাড়া নরেন্দ্রপুরের আবাসনও আমিনের ভিটা বলে পরিচিত। আমিনের কাজ করে প্রভুত ধন সম্পদ অর্জন করেন এবং জয়রাম আমিন ঠাকুর কলকাতায় ধন সায়েং বাড়ি, জমাজমি ও গঙ্গাতীরে বাগানবাড়ি নির্মাণ করেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে জয়রামের মৃত্যু হয়। এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় জয়রাম ঠাকুরের বিয়ে হয় দক্ষিণডিহির রায় চৌধুরী বংশের পীরালি ব্রাহ্মণ কন্যা গঙ্গাদেবীর সাথে। সে অর্থে জয়রামের শ্বশুরবাড়ি দক্ষিণডিহি (রবীন্দ্র জীবনী ১ম পৃ. ৪১)।

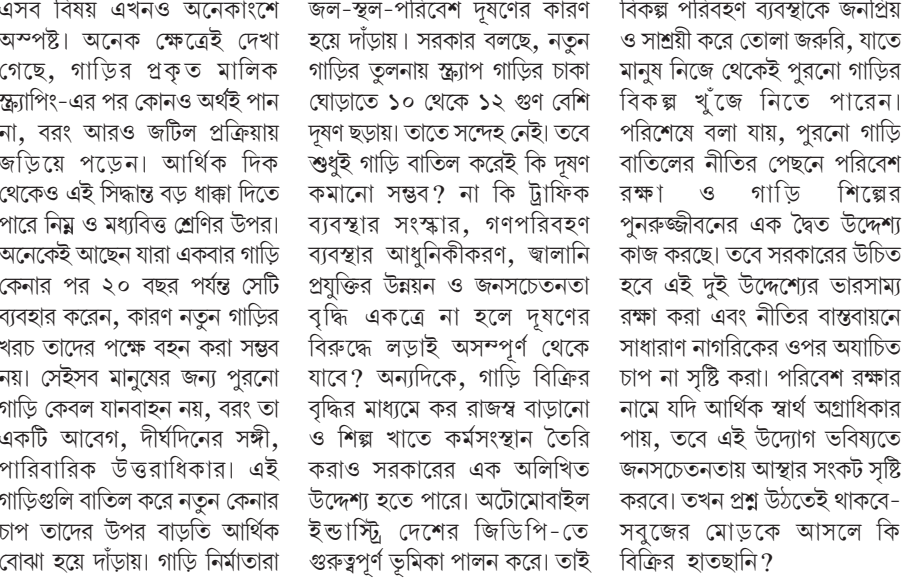
শেষ অংশ পরের সংখ্যায়

পুরনো গাড়ি বাতিলের আড়ালে কি শুধু সবুজের কথা, না লুকিয়ে আছে বিক্রির নানা ছক?

বিশেষ প্রতিনিধি : যখন পুরনো গাড়ি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন অনেকেই প্রশ্ন তোলেন-এই পদক্ষেপ কি প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে নেওয়া, না কি এর আড়ালে লুকিয়ে আছে বড় কোনো আর্থিক লাভের কৌশল? নীতিনির্ধারণকারী ব্যবহার বলেন, বায়ু দূষণ কমানো ও আধুনিক, নিরাপদ গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু একাংশের মত, এটি মূলত গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলির বিক্রি বাড়ানোর এক সুস্থ ধাতিত্যার। ভারতের মতো দেশে, যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব, যানজট এবং দূষণের মাত্রা একযোগে চরমে পৌঁছেছে, সেখানে পুরনো গাড়ির সংখ্যা কমানোকে অনেকেই পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ বলে স্বাগত জানিয়েছেন। পুরনো গাড়ি মানেই বেশি ধোয়া, কম মাইলেজ, দুর্বল সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রায়ই রাস্তায় অচল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। এই যুক্তিতে সরকার গাড়ি স্ক্র্যাপিং নীতির মাধ্যমে ১৫ থেকে ২০ বছরের বেশি পুরনো ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক গাড়িগুলিকে বাতিল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তবে এই সিদ্ধান্তের গঠনমূলক দিক যতটা, সন্দেহও ততটাই গভীর। কারণ, যখনই কোনো গাড়ি বাতিলের নির্দেশ আসে, তার সঙ্গে

এবং সরকারের এই সমন্বিত নীতির সফল যেমন আছে, তেমনই আছে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের প্রশ্নও। উন্নত দেশগুলিতে স্ক্র্যাপিং ব্যবস্থা অনেক নিয়মবদ্ধ, যেখানে পুরনো গাড়ি রিসাইকেল করে নানা শিল্পে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভারতের মতো দেশে এই রিসাইকেল ব্যবস্থা এখনও প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে। ফলে অনেক সময় এই স্ক্র্যাপ গাড়ি অবৈধভাবে অন্য রাজ্যে বিক্রি হয়ে যায় অথবা

গাড়ি বিক্রি বাড়ানো মানেই অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিত করা-এই যুক্তিও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে এই ধরনের নীতিতে স্বচ্ছতা ও জনমতের প্রতিফলন থাকা জরুরি। যদি সত্যিই স্ক্র্যাপিং নীতি পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়, তবে তার প্রতিটি স্তরে বিজ্ঞানসন্মত তথ্য, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা ও ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত প্রক্রিয়া থাকতে হবে। একইসঙ্গে



এসব বিষয় এখনও অনেকাংশে অস্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, গাড়ির প্রকৃত মালিক স্ক্র্যাপিং-এর পর কোনও অর্থই পান না, বরং আরও জটিল প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েন। আর্থিক দিক থেকেও এই সিদ্ধান্ত বড় ঝুঁকি দিতে পারে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপর।

অনেকেরই আছেন যারা একবার গাড়ি কেনার পর ২০ বছর পর্যন্ত সেটি ব্যবহার করেন, কারণ নতুন গাড়ির খরচ তাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। সেইসব মানুষের জন্য পুরনো গাড়ি কেনার যানবাহন নয়, বরং তা একটি আবেগ, দীর্ঘদিনের সঙ্গী, পারিবারিক উত্তরাধিকার। এই গাড়িগুলি বাতিল করে নতুন কেনার ইভাঙ্গি দেবার উপর বাড়তি আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। গাড়ি নির্মাতারা

বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী করে তোলা জরুরি, যাতে মানুষ সড়িক থেকেই পুরনো গাড়ির বিকল্প খুঁজে নিতে পারেন। পরিশেষে বলা যায়, পুরনো গাড়ি বাতিলের নীতির পেছনে পরিবেশ রক্ষা ও গাড়ি শিল্পের পুনরুজ্জীবনের এক ঐক্য উদ্দেশ্য কাজ করছে। তবে সরকারের উচিত হবে এই দুই উদ্দেশ্যের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং নীতির বাস্তবায়নে সাধারণ নাগরিকের ওপর অযাচিত চাপ না সৃষ্টি করা। পরিবেশ রক্ষার নামে যদি আর্থিক স্বার্থ অগ্রাধিকার পায়, তবে এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে জনসচেতনতায় আস্থার সংকট সৃষ্টি করবে। তখন প্রশ্ন উঠতেই থাকবে- সবুজের মোড়কে আসলে কি বিক্রির হাতছান?

বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী করে তোলা জরুরি, যাতে মানুষ সড়িক থেকেই পুরনো গাড়ির বিকল্প খুঁজে নিতে পারেন। পরিশেষে বলা যায়, পুরনো গাড়ি বাতিলের নীতির পেছনে পরিবেশ রক্ষা ও গাড়ি শিল্পের পুনরুজ্জীবনের এক ঐক্য উদ্দেশ্য কাজ করছে। তবে সরকারের উচিত হবে এই দুই উদ্দেশ্যের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং নীতির বাস্তবায়নে সাধারণ নাগরিকের ওপর অযাচিত চাপ না সৃষ্টি করা। পরিবেশ রক্ষার নামে যদি আর্থিক স্বার্থ অগ্রাধিকার পায়, তবে এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে জনসচেতনতায় আস্থার সংকট সৃষ্টি করবে। তখন প্রশ্ন উঠতেই থাকবে- সবুজের মোড়কে আসলে কি বিক্রির হাতছান?

বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী করে তোলা জরুরি, যাতে মানুষ সড়িক থেকেই পুরনো গাড়ির বিকল্প খুঁজে নিতে পারেন। পরিশেষে বলা যায়, পুরনো গাড়ি বাতিলের নীতির পেছনে পরিবেশ রক্ষা ও গাড়ি শিল্পের পুনরুজ্জীবনের এক ঐক্য উদ্দেশ্য কাজ করছে। তবে সরকারের উচিত হবে এই দুই উদ্দেশ্যের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং নীতির বাস্তবায়নে সাধারণ নাগরিকের ওপর অযাচিত চাপ না সৃষ্টি করা। পরিবেশ রক্ষার নামে যদি আর্থিক স্বার্থ অগ্রাধিকার পায়, তবে এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে জনসচেতনতায় আস্থার সংকট সৃষ্টি করবে। তখন প্রশ্ন উঠতেই থাকবে- সবুজের মোড়কে আসলে কি বিক্রির হাতছান?

কলকাতায় ১৬ তম রোজগার মেলা আয়োজিত

কলকাতা, ১২ জুলাই : একটি মিশন মোটে আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির ভারত সরকারের নিরন্তর



প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন শনিবার (১২.০৭.২০২৫) ডিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৪৭টি স্থানে ৫১,০০০ জনেরও বেশি নবনিযুক্তদের জন্য রোজগার মেলার ১৬তম পর্বের সূচনা করেছেন। এই উপলক্ষে, মাননীয়

শিয়ালদহ বিভাগ কতৃক শিয়ালদহের ডক্টর বি.সি. রায় অডিটোরিয়ামে রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে উত্তর- পূর্ব অঞ্চলের শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি মিলিন্দ

সেউসকার, পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল চিফ পাসোনেল অফিসার জয়িনা ফিরদৌসি, শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাজ্জেনা এবং পূর্ব রেলওয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উত্তর- পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে রোজগার মেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে কাজ করে - যা দেশের যুবসমাজকে উপকৃত করে। মন্ত্রী জানান যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সুদক্ষ নির্দেশনায় এই ১৬ তম রোজগার মেলা পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী

মিলিন্দ দেওস্কর সকল নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানান এবং তাদের শুভকামনা জানান। শ্রী দেওস্কর আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বৃহত্তম নিয়োগকর্তা হিসেবে রেল মন্ত্রণালয় কর্মসংস্থান সৃষ্টির এই মহৎ কাজে অবদান রেখেছে। এই ১৬তম রোজগার মেলায়, ২৫১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের প্রস্তাব বিতরণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য যোগালায় প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এই রোজগার মেলায় প্রতিরক্ষা, কাস্টমস, পিঅ্যান্ডটি, জিএসআই, এইমস, ইউপিও ব্যাংক, পিএনবি, ইউবিআই, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো, খনি মন্ত্রণালয় ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে ম্যানেজার শ্রী দেউসকারও আনন্দ প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের হাতে নিয়োগপত্র

তুলে দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এই অনুষ্ঠানে, ০১ জন দিব্যাভূজন প্রার্থী সহ ২১৫ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্তকে স্বশরীরে নিয়োগপত্র তুলে দেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। নিয়োগপত্র প্রাপ্ত প্রার্থীরা রোজগার মেলা আয়োজন এবং যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগপত্র প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রার্থীরা বি. সি. রায় অডিটোরিয়ামে স্থাপিত সেলফি পর্যাণ্টে অত্যন্ত উত্তেজিত এবং উৎসাহের সাথে সেলফি তুলেছিলেন। এই ঐতিহাসিক অভিযান যুব কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের অটল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে, যা যুবদের দক্ষতা এবং প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

দুয়ারে ডাক্তার, রাজ্যে নতুন প্রকল্প, প্রথম বিনামূল্যে পরিষেবা পেল মুর্শিদাবাদ

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জুলাই : দুয়ারে সরকার পরিষেবাতে সফল হয়েছে রাজ্য সরকার। এবার সেই দুয়ারে সরকারের মতই দুয়ারে ডাক্তার, স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হল বড়োড়া ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে। বড়োড়া ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বড়োড়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ধরে ধরে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। বড়োড়া ব্লকের অন্তর্গত কুলি সাধারণ বিদ্যাপীঠে দুয়ারের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। চোখের ছানি থেকে প্রেসার মাপা এমনকি শারীরিক সুস্থতা কত আছে রোগীদের তাও এদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বড়োড়া ব্লকের বিএমওএইচ ডাক্তার সৌমিক দাস সহ অন্যান্য চিকিৎসকরা। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি চালু করেছে রাজ্য। তাতে ব্যাপক সাফল্য মেলায় একবারে প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে ‘দুয়ারে ডাক্তার’ পরিষেবা চালু করেছিল রাজ্য সরকার। যার মাধ্যমে ডাক্তারদের টিম প্রত্যন্ত এলাকায়

পৌঁছে মানুষের চিকিৎসা করছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, এই দিন এলাকার প্রায় ২০০০ মানুষ দুয়ারে ডাক্তার শিবিরে অর্ন্তকৈই বহরমপুরে যা আন্যত্র আসার। তবে বাড়ির কাছে চিকিৎসকদের পেয়ে খুশি এলাকার মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এভাবে শুধু একদিন ধরে ডাক্তার আনলে হবে না, তারা প্রতি মাসে একবার করে দুয়ারে ডাক্তার শিবির করার দাবি জানিয়েছেন। বড়োড়া ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৌমিক দাস তিনি জানান, ‘মোরা সুস্থ শরীরে, চলে গাই স্বাস্থ্য শিবিরে।’ এই শিবিরে ১২ রকমের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, বড়োড়া ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতেই এই দুয়ারে ডাক্তার শিবিরের আয়োজন করা চলছে। সেখানে বহু মানুষ চিকিৎসা করিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়োড়া ব্লকে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে করা হচ্ছে। সফল হলেই জেলা স্তরে ও বারগা স্তরে করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২১ জুলাই সামনে রেখে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বীরভূম জেলা কোর কমিটির বৈঠক বোলপুরে

দূরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১২ জুলাই : একুশে জুলাই সামনে রেখে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে বীরভূম জেলা কোর কমিটির বৈঠক



অনুষ্ঠিত হলো শনিবার। এদিনের বৈঠকে কোর কমিটির নয়জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন উপস্থিত ছিলেন। আরেক সদস্য সুদীপ ঘোষ বিশেষ কাজে বাইরে আছেন। বোলপুরে আয়োজিত দলীয় তৃণমূল কার্যলয়ে কোর কমিটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসআরটিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়, সিউডি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সভাপতি কাজল শেখ, লাভপুর বিধায়ক অভিজিত সিনহাও বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল। পরবর্তী কোর কমিটি এবং জেলা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে ২৬ জুলাই যথাক্রমে আড়াইটা এবং সাড়ে তিনটা নাগাদ বলে জেলা তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে। ইতিমধ্যে কোর কমিটির একটি বৈঠক হয়ে গেছে। তবে জেলা কমিটির বৈঠক হয়নি।

রামপুরহাটেও এই বৈঠক গুলি হবে বলে কোর কমিটির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ডঃ অশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। তিনি জানান, মূলত কয়টি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেগুলি হল যথাক্রমে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা, তা রোধে পরিকল্পনা, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা, একুশে জুলাই সভা এবং দলীয় সংগঠন সংক্রান্ত আলোচনা। একুশে জুলাই যাতে কর্মীদের কোন অসুবিধা না হয় সেটা দেখা হবে। বাসের স্টিকার ইতিমধ্যেই চলে এসেছে। শতাধিক বাস জেলা থেকে যাবে। পাশাপাশি ২১ জুলাই শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান হবে। সেখানে কোর কমিটির সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন। জেলা সভাপতি চি ফায়েজুল হক তথা কাজল শেখ জানান, কোর কমিটির অন্যতম সদস্য অনুব্রত মণ্ডলের শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই বৈঠকে বোলপুর দলীয় কার্যালয় হল। পরবর্তী বৈঠক বোলপুরের

দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব অনুশাসন মতে দুটি কোর কমিটি এবং একটি জেলা কমিটির বৈঠক হতে হবে। আগামী দিনে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিউডি এবং দলীয় কার্যালয় হবে। তার শরীর সুস্থ হলে নিয়মামণিক রামপুরহাট সিউডিওতে হবে। এছাড়াও মুরারই নিয়ে কিছু লিখিত অভিযোগ এয়েছে। সেগুলো নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ওথানকার পর্যবেক্ষকা তিনি বিষয়টি দেখছেন। একুশে জুলাই নিয়ে কাজল শেখ জানান, যে সমস্ত মহুকু মা গুলি থেকে ট্রেনে বাতায়ভের সুবিধা সেখান থেকে কমী সমর্থকরা ট্রেনে করাই যাবেন। যেমন আগের দিন সাধারণত সবাই ট্রেনে করে যান, সেসে রকম যাবেন। বাকি সাত আটটা সেখান থেকে ট্রেন ধরার অসুবিধা, সেখান থেকে মহুকুমা পিছু ১০- ১২টা করে বাস ছাড়বে। অর্থাৎ জেলা থেকে এক দেড়শো টা বাস যাবে। একুশে জুলাই সভায় জেলা থেকে লক্ষাধিক মানুষ যাবে। আগের মতই ঘুগনি মুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও সাতাশে জুলাই বাসাপাড়ায় শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানোও কোর কমিটির সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন। এই সভা সকলের। এক কথায় যে শহীদদের রক্তের মধ্য দিয়ে দলের উত্থান সেই শহীদদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অনুষ্ঠান। বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, মূলত একুশে জুলাই কে সামনে রেখে আমাদের এই জেলা কমিটির বৈঠক হয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সিউডি নিয়ে কোন অভিযোগ এখনও পর্যন্ত আসেনি , এলে বৈঠকে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। তবে যতদূর জানি বিষয়টি দেখাচ্ছেন, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

আবারও বন্যা পরিস্থিতি! ৬৭ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়ছে পাঞ্চেরত-মাইথন, চাপ বাড়ছে দুর্গাপুর ব্যারাজেও

দূরন্ত বার্তা, ঘাটাল-খানাকুল, ১২ জুলাই : সকালের দিকে সামান্য রোদের দেখা মিললেও আকাশের যে মুড বিশেষ ভাল নেই তা বেলা বাড়তেই পরিষ্কার। হুটিন্সর, পাঞ্জাব, এসমের আকাশে পাক খাচ্ছে তিন তিনটি ঘূর্ণাবর্ত। অন্যদিকে বাংলার আকাশে থাকা নিম্নচাপ সরে গিয়েছে বাড়খণ্ডে। ফলে পড়শি রাজ্যের বৃষ্টিতে চাপ বাড়ছে ডিভিশনে। ইতিমধ্যেই মাইথন, পাঞ্চেরত থেকে ৪৯ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়ছে ডিভিসি। ফুঁসছে বাংলার নদীগুলি। ফুঁসছে শিলাবতী, কংসাবতী। ফের বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা পশ্চিমের জেলাগুলিতে। জল বাড়ছে দারেকেশ্বর, রূপনারায়ন নদীতেও। তথা বলছে মাইথন, পাঞ্চেরত ব্যারাজ থেকে ছাড়া জল এদিন রাত সাড়ে দশটার মধ্যে এসে পৌঁছাবে দুর্গাপুরে। ফলে আরও চাপ বাড়বে দুর্গাপুর ব্যারাজের। ইতিমধ্যেই দুর্গাপুর ব্যারাজ

ক্রসিংহীন রেল লাইনে পাহারায় আরপিএফ ও গ্রিন পুলিশ

দূরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ১২ জুলাই : সোনারপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা এড়াতে ক্রসিং ইীন রেললাইন পাহারায় আরপিএফের সঙ্গে এবার গ্রিন পুলিশ।সোনারপুর রাধাগোবিন্দ পল্লি এলাকায় রেললাইন পারাপারের সময় প্রায় সময় দুর্ঘটনা ঘটেছে। সরকারিভাবে এটি বোলে ক্রসিং না হলেও স্থানীয় মানুষজন নিজেদের সুবিধার্থে এই পথকেই পারাপারের জন্য বেছে নিয়েছেন। লাইনের দুধারে চাল রেখে নেমে গিয়েছে রাস্তা। ওই রাস্তা ধরেই ছোট গাড়ি, বাইক, ড্যান, টোটো, সাইকেল এবং ওটো রেললাইনে। এখানে দুই লাইনের মাঝের অংশে মাটি জমে শক্ত হয়ে যাওয়ায় অনায়াসেই চলে যেতে পারে গাড়ি। কিন্তু এভাবে গাড়ি ও পথচারীরা চালাচল করায় যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই রাজপুর-সোনারপুর দুপুরসভা ও আরপিএফ পথকভাবে ওই ক্রসিংহীন রেললাইন এলাকায় যখন নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনজনকে নিযুক্ত করেছে। পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এই রেল ক্রসিং স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতেরে অন্যতম পথ। তাদের দাবি, এখান দিয়ে লাইন পারাপার বন্ধ করে দেখাও হলে সাধারণ মানুষের সমস্যা হবে। সেকাবে স্থায়ী সমাধান চেয়ে আলোচনে সামিল হয়েছিলেন এলাকার মানুষ।

থেকেও ৬৭ হাজার ২৭৫ কিউসেক হারে জল ছাড়া হচ্ছে দুর্গাপুর থেকে। ফলে কলকাতা পার্শ্ববর্তী হুগলি, হাওড়াতেও বাড়ছে চাপ। বাঁকুডার পাশাপাশি বন্যার আশঙ্কায় ভয় বাড়ছে খানাকুলে। ভয় বাড়ছে ঘাটিলেও। ইতিমধ্যেই ঘাটাল পৌরসভার ১৩টি ওয়ার্ড, এবং ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা সম্পূর্ণভাবে জলের তলায় চলে গিয়েছে। ঘাটালের এক বাসিন্দা বলেনছেন, অবস্থা এমন হয়েছে ঘর থেকে বের হওয়াই যাচ্ছে না। কারণ যদি শরীর খারাপ হয় তাহলে সে ঘরেই মরে যাবে। ঘর থেকে বের করা যাবে না। অন্যদিকে দারেকেশ্বরের একাধিক সেতু জলের তলায় চলে গিয়েছে। নদীপাড়ের এক বাসিন্দা বলছেন, নদীর ধারে থাকি। খুবই ভয় লাগছে। কখনও জল বাড়ছে, কখনও জল কমছে। কখন কী হয়ে যায় তা তো বলা যায় না।

শালকুমারহাটে অবৈধ সম্পর্কের জেরে দম্পতির মধ্যে বিবাদ, আত্মঘাতী স্ত্রী

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ জুলাই : কাকা শ্মশুরের সঙ্গে স্ত্রীকে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত দেখে ফেলেন পেশায় এক গাড়িচালক স্বামী! তারপর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল অশান্তি হয়। সেই অশান্তির জেরে আত্মঘাতী স্ত্রী। নিহতের নাম সাবিত্রী রায়। আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের শালকুমারহাট দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়া গ্রামে এই ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কলাবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা নরেন রায় এবং সাবিত্রী রায় স্বামী-স্ত্রী। তাদের এক ছেলে এবং এক মেয়ে আছে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে এক বছর আগে। নরেন তার কাকার গিডি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। শুক্রবার, কাজ থেকে বাড়ি ফিরে তিনি তার স্ত্রীকে কাকার সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটাতে দেখেন। এই বিষয়টি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তীব্র ঝগড়া হয়। ঝগড়ার সময় নরেন তার স্ত্রীকে মারধর করে। এই অপমানের কারণে তার স্ত্রী সাবিত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যান। শনিবার সকালে পাশের জঙ্গলে ফাঁসিতে বুলন্ত অবস্থায় সাবিত্রীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। যার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর থেকে প্রতিবেশী কাকা পলাতক। তার মোবাইল ফোনও বন্ধ। এদিকে, সোনাপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ জানিয়েছে যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের বিষয়ে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।



শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ও দক্ষিণ হাওড়ায় পাশ্প হাউসের কাজ ও ড্রেনেজ ক্যানেলের ডিসেলটিং এর কাজ ক্রততার সঙ্গে শেষ করতে হাওড়া পুরসভার আধিকারিকদের নিয়ে প্রকল্প এলাকা শনিবার পরিদর্শন করলেন ভাইস চেয়ারপার্সন দেবাংশু দাস। লক্ষ্য, যাতে এবার বর্ষায় এলাকাবাসীকে দুর্ভোগ পোহাতে না হয়।

‘সুস্বাস্থ্য ২০২৫’ সম্প্রচারিত হবে ১৩ জুলাই টিভি নাইন বাংলা-য়

কলকাতা, ১৩ জুলাই : টিভি নাইন বাংলার সুস্বাস্থ্য সম্মান তৃতীয় বছরে পা দিল। এই অনুষ্ঠানে দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের কৃতিদের সম্মানিত করি আমরা। এ বছর সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল স্বভূমির রাসমঞ্চে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন টিভি নাইন বাংলার ম্যানেজিং এডিটর ও বিজ্ঞানের ছেড়, অমৃতাংশু ভট্টাচার্য টিভি নাইন বাংলার কনসাল্টিং এডিটর অনিবার্ণ চৌধুরী ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সুকুমার মুখোপাধ্যায়। জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত



কাকা হল দুই প্রথিতযশা বর্ষীয়ান চিকিৎসক ইন্দ্রশেখর রায়, চক্ষু চিকিৎসক জগদে যিনি আই এস রায় নামেই পরিচিত, এবং ব্রুকরোগ বিশেষজ্ঞ সুব্রত মালাকার কে। চিকিৎসা গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সম্মান জানানো হয় ষড়গুপ্তর আইআইটি-র ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী কে। ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং ভারতে প্রথম নলজাতক শিশুর সৃষ্টিকর্তা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে দু’বিশেষ পুরস্কার প্রদান করে টিভি নাইন বাংলা। এ বছর এই দুই পুরস্কারে ভূষিত হলেন যথাক্রমে ডা. শুভঙ্কর চৌধুরী এবং ডা. গীতা গান্ধুলি মুখার্জী। নবজাতক প্রসব পদ্ধতির সঙ্গে প্রকৃতির যোগসূত্র নিবিড় করার প্রয়াসের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মানিত করা হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্ত্রীরাণ এবং প্রসূতি বিভাগকে। জনসেবায় বিশিষ্ট ভূমিকার কারণে সম্মান তুলে দেওয়া হয় ডা. কৌশিক লাহিড়ি এবং ডা. দেবাশিস ভট্টাচার্যের হাতে। প্রচারের আলোব বাইরে নীরবে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জন্য কাজ করার স্বীকৃতি হিসেবে সম্মানিত করা হয় ডা. তাপসকুমার দাস, ডা. সমবেন্দ্রনাথ রায় এবং নার্স ডলি বিশ্বাসকে। আর চিকিৎসা পেশার বাইরে উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণে সম্মানিত করা হয় চিত্র পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং অভিনেতা কৌশিক ঘোষকে। আর রবিবার, ১৩ জুলাই সকাল সাড়ে ১১ টায় টিভি নাইন বাংলায় সম্প্রচারিত হবে ‘সুস্বাস্থ্য ২০২৫’।



OFFICE OF THE PRADHAN JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O.: - Fusrabad :: Dist.: Purulia.: :Pin:- 723126
Mail ID: jizgppradhan@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER NO. WB/PU/ PARA/PRADHAN/JJ-IIGP/NT(e)-01/2025-26
The Prodhon, Gram Panchayat, Para Development Block, Dist: Purulia invites e-tender for 10 (Ten) Nos. different works. Bid Submission closing (On line) **22.07.2025 ৫:00 P.M** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **25.07.2025 01:00 P.M**. For details please visit <https://wbtdenders.gov.in>
Sd/- Prodhon
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

পছন্দমতো জামা না কিনে দেওয়ায় আত্মঘাতী তরুণী, মৃত্যুতে ঘনাচ্ছে রহস্য

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ জুলাই : নিজের ঘর থেকে তরুণীর বুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল নদীয়ার চাকদহে। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে এই ঘটনায় কার্যত কারণেই কি নিজেলে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত? পরিবার-প্রতিবেশীরা এনিম্নেই এখন আলোচনা করছেন। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, চাকদহের চাদুরিয়া এলাকার দরিদ্র পরিবারের মেয়ে এতদিন সংগ্রাম করে পড়াশোনা করেছেন। এমএ পাশও করেছেন সেই প্রতিকূলতার পেরিয়ে। দারিদ্র ঘোচাতে এবার স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তার মাঝেই ঘটে গেল অঘটন। শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে সম্ভবত গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই তরুণী। বাড়ি ফিরে মা শ্যামলী সরকার মেয়েকে ওই



অবস্থায় দেখে চিৎকার করে ওঠেন। ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। তড়িঘড়ি বুলন্ত দেহ নামিয়ে চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার তরুণীর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, শুক্রবার স্থানীয় একটি দোকানে তরুণীর একটি জামা পছন্দ হয়। তা কেনার জন্য মায়ের কাছে টাকা চান। কিন্তু কাচের দরিদ্র পরিবারে টাকা না থাকায় সেই জামা কিনে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আর এর পরই শুক্রবার বিকেলে মাকে আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে ফাকা ঘরে গলায় ফাঁস দেন ওই যুবতী। মা বাড়ি ফিরে এসে মেয়ের বুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে তাঁর। মেয়ে কি তবে জমা কিনতে না পেয়েই এমনটা করে ফেলল? নাকি নিজে শেষ করে দেওয়ার নেপথ্যে অন্য কোনও গভীর যন্ত্রণা ছিল? এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে।

বিবাহবিচ্ছেদ চান মা, গুসকরায় পুলিশ ফাঁড়িতে হাজির দুই বোন!

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১২ জুলাই : প্রথমে একটি উর্কিঝুঁকি ইতস্তত ভাব। অবশেষে ফাঁড়ির ভিতর ঢুকেই পড়ল তারা। যে কথাটা বলার জন্য এতোটা পথ আসা সেটা জানাতেই হবে। দুই কিশোরীকে দেখে জিজ্ঞাসা দৃষ্টান্তে তাকালেন পুলিশ অফিসাররা। সাহস পেয়ে পুলিশ কাকুকের মনের কথা বলেই ফেলল তারা। সম্পর্কে দুই বোনের কাতর আর্তি, আমাদের মা-বাকের মিলিয়ে দিন সারা। আমরা আবার এক সঙ্গে থাকতে চাই। পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা ফাঁড়ির ঘটনা। সেখানে হাজির হয়ে পুলিশের কাছে এই আবেদন ১৫ ও ১৩ বছর বয়সি দুই কিশোরী। তারা সম্পর্কে দুই বোন। একজন নবম, অন্যজন সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। দুই বোনের কাতর আবেদন শুনে বাকবুদ্ধ উপস্থিত পুলিশ অফিসার এবং কর্মীরা। দুই বোন পুলিশের কাছে জানায়, দেড় মাস আগে তাদের মা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। বাবা কাছে থাকেন। তবুও মায়ের জন্য মন খারাপ কাছে দুই বোনের। তারা চায়, বাবা মাকে মিলিয়ে দিক পুলিশ কাকুরা। তাদের সব কথা শুনে দু’জনকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠান পুলিশ। কী করা যায় দেখবেন বলে আশ্বাসও দেন। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ধরনের দাম্পত্য কলহের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি সম্ভাবনের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলছে। এটা বাবা মায়ের ভাবা উচিত। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘বনিবনা না হলে, আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু ছেলেমেয়েদের কথা তাদের ভাবা দরকার। দাম্পত্য সমস্যায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা বাচ্চাদেরই জন্য গেছে, দম্পতির বিয়ে হয়েছিল ১৮ বছর আগে। বছর বিয়াল্লিশের স্বামী পেশায় দর্জী। নিজের দোকান রয়েছে। তিনি বনো, স্ত্রীর সঙ্গে আবার তেমন কোনও অশান্তি হয়নি। মাস দেড়েক আগে, হঠাৎই আমাদের ছেড়ে বাগ্পের বাড়ি চলে যায়। সেখান থেকে নিশেজ হয়। দিন দুয়েক আগে সেখানে ফিরেছে। বিয়েবিচ্ছেদ চাইছে। কেন হঠাৎ এরকম সিদ্ধান্ত নিল জানি না। মেয়েদের কথাও ভেবে দেল না!’ মহিলায় দাবি, ‘স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হইল না। মেয়েদের

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA					
Tender is invited by the undersigned for the following works under NIEtS & NITs given below.					
NieT/NIT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of Last Date works of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender	
NIT-06/CFC-BG/2025-26(3rd call)	Construction of Concrete Drain	10-07-2025	2	18-07-2025 upto 05:30 P.M.	21-07-2025
NieT-07/CFC-BG/2025-26(3rd call)	Construction of Concrete Road	10-07-2025	1	18-07-2025 upto 05:30 P.M.	21-07-2025
For details please visit website wbtdenders.gov.in or office of the undersigned.					
Sd/- Pradhan, Onda 1 G.P					

 HDFC BANK	বেঙ্কিং&ও অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি রোডে বাঁধ, গোয়ার বাজার (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৬ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এচিউএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-বিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২
--	--

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (‘ব্যাংক’) ঋণগ্রহীতারের ঋণ/ওভারড্রাফট-এর বিক্রেত ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অধীকারক সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে। ঋণগ্রহীতারের সমস্ত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পালনা পরিশোধে ক্রমগত বর্ধতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ আ্যাকটিভগুলি সেল্যাপ বিক্রয় হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতারের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত হারিয়ে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ, যেখানে ব্যাংক অধীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতারকে নিম্নলিখিত আ্যাকটিভগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পালনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, যা না হলে, ব্যাংক এই বিক্রয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করেই অধীকারক সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবলোভা করছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছেন, তাই ঋণ গ্রহীতার অধীন ব্যাক তার ঋণিকের প্রত্যাপ করে ঋণগ্রহীতারের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পালনা আদায়ের জন্য ২১ জুলাই ২০২৫ তারিখে বা তার পর সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতারের ঋণও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, ষ্টক মার্কেটে ঋণিকের কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের দ্বারা ঋণও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা ঋণও খাতিরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনায় ভিত্তিতে, এই বিক্রয় আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, এর (১) কাস্টোডিয়ান হিসেবে বকেয়া সিকিউরিটিজ বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত ঋণের সম্ভাব্যর মূল্য, ঋণগ্রহীতা (গণ) স্বাক্ষরিত নকস্যা পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্র. নং.	আ্যাকটিউ নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	পর্যন্ত পরিশোধ অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXXXX০১০২	অনিরুদ্ধ মোহতা	১১,৮৫,৫৮৫.৭৬	১১-০৭-২০২৫
২	XXXXXXXXXXXX০৭১৬	অরুনাট সাহা	১৬,৩৮,৯৪৭.৮৮	১১-০৭-২০২৫
৩	XXXXXXXXXXXX২৩০৫	বিশাল তুলসিয়া	১২,৭১,৪৪৭.০০	১১-০৭-২০২৫
৪	XXXXXXXXXXXX০৫৩২	রঞ্জন সিং	৫৫,৫১৬.০০	১১-০৭-২০২৫
৫	XXXXXXXXXXXX০৫৩৪	কাজী গুহ নিমোহী	৭,৩২,১৩৬.৮৮	১১-০৭-২০২৫
৬	XXXXXXXXXXXX৭৭১২	অশোক আগরওয়াল	১৩,৩৯,৫৩১.৪৮	১১-০৭-২০২৫
৭	XXXXXXXXXXXX০৪৪২	পার্মপ্রতিম দাস	৬,১৯,৫৩১.৮৮	১১-০৭-২০২৫
৮	XXXXXXXXXXXX৪৪১১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৬,৭৭৪.০০	১১-০৭-২০২৫
৯	XXXXXXXXXXXX০৫৯৯	সম্পদ্যা সেন	২০,১৫,৪৭৮.৭৫	১১-০৭-২০২৫
১০	XXXXXXXXXXXX০৭৩৩	সৌম্যজা হাজারী	৭,৫৯,৩৬৭.১৬	১১-০৭-২০২৫
১১	XXXXXXXXXXXX২১৯৮	সমীক রায়	৪,৭০,৫৬৯.৯৬	১১-০৭-২০২৫
১২	XXXXXXXXXXXX০৫৮৮	আজিজুল হাকিম	১,৮৯,৬৩৬.৩১	১১-০৭-২০২৫
১৩	XXXXXXXXXXXX০৪৫৫	বিজয় সরকার	৫,২৮,৫৬৭.৭৮	১১-০৭-২০২৫
১৪	XXXXXXXXXXXX৭৭১৬	উৎপল সাহা	৪১,৫৫৯.৬৯	১১-০৭-২০২৫
১৫	XXXXXXXXXXXX৪৪১১	প্রদীপ আগরওয়াল	৫,৭৫,২১০.৮১	১১-০৭-২০২৫
১৬	XXXXXXXXXXXX৮৮১২	রবীন্দ্রনাথ শর্মা	৬,৯৬,১৭১.৭৪	১১-০৭-২০২৫
১৭	XXXXXXXXXXXX১১৬০	মুকুল রঞ্জন দাস	৪,২২,১৩৬.৩৬	১১-০৭-২০২৫
১৮	XXXXXXXXXXXX০০০০	সুপার্না সান্যাল	১০,০৮,১১১.০০	১১-০৭-২০২৫
১৯	XXXXXXXXXXXX৪১১২	সুন্দর সেন	২৮,৭৭০.০০	১১-০৭-২০২৫
২০	XXXXXXXXXXXX৪১১২	জ্যোতি স্যুম দোহাল	৪৫,৭৬,৯৬৯.২১	১১-০৭-২০২৫
২১	XXXXXXXXXXXX৪১৩৬	বরজ আগরওয়াল	১৫,৯৯,০০০.০০	১১-০৭-২০২৫
২২	XXXXXXXXXXXX৪১৩৬	মহু নাথু আদম	৫৫,৫২৪.৪২	১১-০৭-২০২৫
২৩	XXXXXXXXXXXX৮১১৮	মীরা দেব	১০,০৮,৬৯.৯৮	১১-০৭-২০২৫
২৪	XXXXXXXXXXXX৪১৩৬	জ্যোতি স্যুম দোহাল	২,৭৮,৫৫৫.৫১	১১-০৭-২০২৫
২৫	XXXXXXXXXXXX৪১৩৬	বীণেন্দ্র নাথুরা বসাক	১৭,৭৯,১১১.৯২	১১-০৭-২০২৫
২৬	XXXXXXXXXXXX৪১৩৬	শামদাস দেব	৪৯,৩০৮.৫৫	১১-০৭-২০২৫
২৭	XXXXXXXXXXXX৭৭২১	বর্ষা আগরওয়াল	৭,২১,০৪৪.৬২	১১-০৭-২০২৫
২৮	XXXXXXXXXXXX৫১১১	রাহুল সিংহানিয়া	১১,৮৫,৬৭২.০০	১১-০৭-২০২৫
২৯	XXXXXXXXXXXX৫০৩৬	সানিদান রায়	২,৩১,৬৩৬.২২	১১-০৭-২০২৫
৩০	XXXXXXXXXXXX৪১১২	সফাত রাফিকান	২,৩৫,০০০.২৪	১১-০৭-২০২৫
৩১	XXXXXXXXXXXX৫০৩৬	সুপনত রঞ্জন চাকি	২,৩৭,৫৬৯.১৭	১১-০৭-২০২৫
৩২	XXXXXXXXXXXX৫০৩৬	পিত্তি হাদদার	২,৪৫,৯৮৮.৮১	১১-০৭-২০২৫
৩৩	XXXXXXXXXXXX৬০৩৬	চিনা মৌর	৮৬,০৮৮.১২	১১-০৭-২০২৫
৩৪	XXXXXXXXXXXX৭৭১৬	অনাম মণ্ডল	৪৮,৮০২.০০	১১-০৭-২০২৫
৩৫	XXXXXXXXXXXX০০০০	কিরপনা হাদদার	২৫,৭১,২১১.১০	১১-০৭-২০২৫
৩৬	XXXXXXXXXXXX৪১১২	ধর্মিকা হাজারিকা	৪,১০,১৬৬.০০	১১-০৭-২০২৫
৩৭	XXXXXXXXXXXX২১০৫	দেবেরত শ্রুতি	১০,০৮,৬৯৯.৯৯	১১-০৭-২০২৫
৩৮	XXXXXXXXXXXX৬৪৪৯	সার কে শিল্প এড কেং	৩০,০১,১৯০.০০	১১-০৭-২০২৫
৩৯	XXXXXXXXXXXX৮০৩৬	তানিসা পাণি	৫.৯০	১১-০৭-২০২৫
৪০	XXXXXXXXXXXX২১৪৪	অমিত সুনাম রায়	৯৯,০০৭.৭৮	১১-০৭-২০২৫
৪১	XXXXXXXXXXXX২১৪২	মুখুপ্রতি ঘোষ	১,৬৬,১৬৮.৮১	১১-০৭-২০২৫
৪২	XXXXXXXXXXXX৫০২১	উজ্জ্বলীনা দাস	১,০৪,৬৩০.৯১	১১-০৭-২০২৫
৪৩	XXXXXXXXXXXX৪১৭৮	সমারকেট মিত্রা মিনিট্রে	১১৬.০০	১১-০৭-২০২৫
৪৪	XXXXXXXXXXXX২১৪২	দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য	৮১,৬৪৯.৮২	১১-০৭-২০২৫
৪৫	XXXXXXXXXXXX৭৫৪৯	সুভাষ রঞ্জন রায়	১,৭৬,৮২	১১-০৭-২০২৫
৪৬	XXXXXXXXXXXX৭১১২	অরুণ কুমার রায়	২,০০০.৯৯	১১-০৭-২০২৫
৪৭	XXXXXXXXXXXX৪১১২	মনতা চক্রবর্তী	৭,৯৩,৩০৪.০৮	১১-০৭-২০২৫
৪৮	XXXXXXXXXXXX৪১১২	শেলনী বিশ্বানী	৪,৭৮,১৬৯.৯০	১১-০৭-২০২৫
৪৯	XXXXXXXXXXXX৪০৭৭	কৌশিক ঘোষ	১,০৫,৫৭৭.৬১	১১-০৭-২০২৫
৫০	XXXXXXXXXXXX৪৭৫৫	অভিজিৎ চক্রবর্তী	৩৬৭.১১	১১-০৭-২০২৫
৫১	XXXXXXXXXXXX০১১১	স্বাগতা রায়চৌধুরী	৬,৭১০.১৬	১১-০৭-২০২৫
৫২	XXXXXXXXXXXX৮১১২	আনালিকা বসু	১,৭২৮.২৭	১১-০৭-২০২৫
৫৩	XXXXXXXXXXXX৮১১২	অপন কুমার ঘোষ	৮৬৮.৪৮	১১-০৭-২০২৫
৫৪	XXXXXXXXXXXX২১০৭	সুপ্রদীপ দাস	৪,৮৭৮.৮৫	১১-০৭-২০২৫
৫৫	XXXXXXXXXXXX২১৬৬	সুমিত দাস	২,৭৫,৭১.০০	১১-০৭-২০২৫
৫৬	XXXXXXXXXXXX৬১৪০	পাঞ্জিলা কবির	৪,৪১,৭১০.০০	১১-০৭-২০২৫
৫৭	XXXXXXXXXXXX৪১১২	সৌম্যলী সান্যাল	২,৭৬.৬৯	১১-০৭-২০২৫
৫৮	XXXXXXXXXXXX৪১১২	মলমৌহিতী সিংহ	১০,০৬,৫৫৯.৩৪	১১-০৭-২০২৫
৫৯	XXXXXXXXXXXX৪১৩৬	শৈশবী আগরওয়াল	১০,০৪,১০০.৪৮	১১-০৭-২০২৫
৬০	XXXXXXXXXXXX৪১৩৪	রাধা ভাস্করওয়াল	৯,০১,১৬৬.৯৯	১১-০৭-২০২৫
৬১	XXXXXXXXXXXX২১৮৯	বৈনু গোপাল বাগীর	২০,০১,৩৮৬.১২	১১-০৭-২০২৫
৬২	XXXXXXXXXXXX০১১২	মীরা বালোগী	১৮,৬০,৬১৮.৫৬	১১-০৭-২০২৫
৬৩	XXXXXXXXXXXX০১০৭	নিরঞ্জন নায়ক	২,৮৮৮.৬৮	১১-০৭-২০২৫
৬৪	XXXXXXXXXXXX০১০৭	প্রব্রত কুমার সামন্ত	৩,৪৪,৪২৬.১৬	১১-০৭-২০২৫
৬৫	XXXXXXXXXXXX২১১০	নীতান্ত সারক	৩৫,৬৮৯.০০	১১-০৭-২০২৫
৬৬	XXXXXXXXXXXX২১০৫	সোহদেব রায়	১,৮৫৯.৯৬	১১-০৭-২০২৫
৬৭	XXXXXXXXXXXX৫০৩৬	মোহন রায়	৭,৬৭,৪০৭.২১	১১-০৭-২০২৫
৬৮	XXXXXXXXXXXX৪১১২	শিপ্রা সান্যাল	১,৯৯৮.৩২	১১-০৭-২০২৫
৬৯	XXXXXXXXXXXX২১৮১	কুসুম আগরওয়াল	১১,১৬,০০০.০০	১১-০৭-২০২৫
৭০	XXXXXXXXXXXX৫০৩২	সুনদ দেব	৯,৮১,৩৮১.২০	১১-০৭-২০২৫
৭১	XXXXXXXXXXXX৫০৩২	চন্দন কুমার মার্বিট	১,৯০০.৩৫	১১-০৭-২০২৫
৭২	XXXXXXXXXXXX১২২০	শুভ্রা মিত্র	৩,০৭৪.৫০	১১-০৭-২০২৫
৭৩	XXXXXXXXXXXX৭১৬৬	সিন্ধা কপালী	৮,০৫,৫৫৯.৯৬	১১-০৭-২০২৫
৭৪	XXXXXXXXXXXX৮১৪৪	অভিষেক চ্যাটাঞ্জী	১,৫৫৮.৬৮	১১-০৭-২০২৫

খাওয়া-দাওয়া

কাবাবে পেট পুজো, রইল নিরামিষ-আমিষ রকমারি রেসিপি

কাবাব এখন গোটা বিশ্বে জনপ্রিয়। এটা এেসেছে সুদূর মধ্যপ্রাচ্য থেকে। রাধুনিদের এঞ্জপেরিমেন্টে নিতানতুন সব কাবাবের রেসিপি বেড়িয়েছে। মাছ-মাংস তো বটেই, এমনকী নিরামিষ কাবাবও এখন হৈশেলে ‘করতে দেখা যায়’। ১১ জুলাই, ছিল বিশ্ব কাবাব দিবস। সেই উপলক্ষেই আপনাদের জন্য রইল ভিন্ন ধরনের কাবাবের রেসিপি। যা সহজেই বানিয়ে নেওয়া যায়।

চিকেন হারিয়ালি কাবাব
উপকরণ- চিকেন কিউব বোনলেস (৩০০ গ্রাম), টক দই (১ কাপ), ধনেপাতা কুচি (১ কাপ), পুদিনাপাতা (আধ কাপ), কাঁচা লক্ষা (৩ টে), গোলমরিচ গুঁড়ো (১ চা চামচ), আদা ও রসুন বাটা (২ টেবিল চামচ), কাবাব কাটি (প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি), গলানো মাখন (আধ কাপ), নুন (আদ্যাজমতো)

ধি ভাবে বানাবেন-প্রথমে মিজ্জিতে ধনেপাতা কুচি, পুদিনাপাতা, কাঁচালক্ষা ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে। একটি বড় পাত্রে চিকেন কিউব গুলি নিয়ে তাতে টকদই, ধনেপাতা, পুদিনাপাতা পেস্ট এবং আদা ও রসুনবাটা, নুন, লেবুর রস সব উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে চিকেন ২ ঘণ্টা বা তার বেশি ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। ২ ঘণ্টা বাদে চিকেন কিউবগুলোকে বার করে কাবাব কাঠির মধ্যে ঢুকিয়ে গলানো মাখন করে গ্যাস ওভেনে গ্রিল স্ট্যান্ড বসিয়ে চিকেন সমেত কাবাব কাঠি গুলিকে বসিয়ে পেস্ট করে নিতে হবে। অথবা গ্রিহিটেড ওভেনে গ্রিল মোড়ে ১৬৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে ১০ থেকে ১৫ মিনিট গ্রিল করে নামিয়ে নিতে হবে।
আবগানি চিকেন কাবাব- উপকরণ- ৫০০ গ্রাম চিকেন ছোট করে পিস করা, হলুদগুঁড়ো, গোলমরিচগুঁড়ো, গরম মশলাগুঁড়ো, কয়েকটা আমন্ড, কাঁচা লক্ষা,

পরিমাণমতো জল, টক দই, আদাবাটা, রসুনবাটা, নুন, ফ্রেশ ক্রিম, কসৌরি মেথি, সাদা তেল, গলানো মাখন।
বানানোর পদ্ধতি- চিকেন লেগ পিসগুলো জলে ভালো ভাবে ধুয়ে



পরিস্কার করে নিন। ছুরি দিয়ে মাংসের গায়ে একটি করে চিরে দেবেন। আমন্ড জলে ভিজিয়ে থোসা ছাড়িয়ে রাখুন। মিজ্জিতে আমন্ড, কাঁচা লক্ষা আর সামান্য জল দিয়ে পেস্ট করে নিন। এবার একটা বড় বাটিতে টক দই, আদাবাটা, রসুনবাটা, হলুদগুঁড়ো, গোলমরিচগুঁড়ো, গরম মশলাগুঁড়ো, আমন্ড-লক্ষার পেস্ট, ফ্রেশ ক্রিম, কসৌরি মেথি, নুন এবং অল্প সাদা তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন ভালো করে একদম। এবার চিকেনের পিসগুলোয় মশলার এই মিশ্রণটা মাখিয়ে তিন ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। এবার তাওয়ায় থি ব্রাশ করে ঢাকা পিঠি এপিঠি-ওপিঠি ভেজে নিন। মাঝেমধ্যে মাখন ব্রাশ করে দিন মাংসের পিস গুলোর গায়ে। মাংস সেক্ধও হবে ফ্রেভারও থাকবে। এটা কাবাব ট্রেতেও বানাতে পারেন

কিংবা ওভেনেও।
ছাতু-ধনে চিকেন কাবাব
উপকরণ- চিকেন কিমা (৫০০), ধনেপাতা-রসুন-লক্ষা-গোটা গোলমরিচ একসঙ্গে পেস্ট হবে, রোস্টেড ছাতু, পিয়াজ বাটা, লেবুর

কাজুবাদাম, ঘি, কিশমিশ, পেস্তা, কর্ণফ্লাওয়ার।
পদ্ধতি- পনির, চিজ, শোয়াক্ষীর গ্রেট করে নিয়ে তার মধ্যে অল্প দুধ, ক্রিম ও বাকি উপকরণ মিশিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ভাল করে মাখুন। পুরো



রস, নুন, মিঠে আভর, গোলমরিচগুঁড়ো, সাদা তেল, থি।
পদ্ধতি- নুন, লেবুর রস, ধনেপাতা বাটার মিশ্রণ দিয়ে চিকেন কিমা ম্যারিনেট করে ১ ঘণ্টা রাখুন। তারপর প্যানে তেল গরম করে পিয়াজ বাটা, কাঁচালক্ষা কুচি দিয়ে ম্যারিনেটেড চিকেন দিন। পরিমাণমতো নুন। সেক্ধ হয়ে গোলমরিচগুঁড়ো দিয়ে মাখো মাখো করে নিন। তেল ছাড়লে বুঝবেন হয়ে গেছে। নামানোর আগে মিঠে আভর ছড়ান। এবার চিকেনের পিসগুলোয় ছাতু দিয়ে মেখে নিন। ঠান্ডা স্টিকে কাবাবের আকারে গড়ে রাখুন। এবার তাওয়ায় থি ব্রাশ করে ঢাকা পিঠি এপিঠি-ওপিঠি ভেজে নিন। দুধিয়া কাবাব- উপকরণ- পনির, দুধ, শোয়াক্ষীর, ক্রিম, চিজ, নুন, চিনি, এলাচগুঁড়ো, গরমমশলাগুঁড়ো,

মসৃণ মাখা হয়ে টিকার আকারে গড়ে নিন। এবার তাওয়ায় থি দিয়ে এপিঠি-ওপিঠি করে ভেজে নিন। ভেজ হারিয়ালি কাবাব
উপকরণ-সিদ্ধ পালাং শাক, ছোলার ডাল, ধনেপাতা, ধনেগুঁড়ো, কাঁচালক্ষা, জায়ফলগুঁড়ো, বেসন, কিশমিশ, ড্রাই ম্যাসো পাউডার, নুন, ঘি, সাদা তেল।
পদ্ধতি-৪-৫ ঘণ্টা ভেজানো ছোলার ডাল, পালাং শাক, ধনেপাতা, কিশমিশ, নুন, কাঁচালক্ষা সমস্ত মূল উপকরণ মিজ্জিতে বেটে নিন। সেই মিশ্রণে বেসন, ধনেগুঁড়ো, জায়ফলগুঁড়ো, ড্রাই ম্যাসো পাউডার, নুন দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এবার কাবাবের আকারে গড়ে নিয়ে প্রতিটার গায়ে থি ব্রাশ করে নিন। এবার তাওয়ায় সাদা তেল গরম করে ভেজে নিন দু-পিঠ।

বৃষ্টিতে ভিন্নস্বাদের খিচুড়ি মন ভরাবে, ঝটপট জেনে নিন তার রেসিপি

খিচুড়ি হল বাঙালির এক ফ্যাটসি খাদ্য। এই পদ শুধু রসনার তৃপ্তি নয়, এ হল বাঙালির চিরন্তন ভালোবাসা, বাসনা। চালে-ডালে যে ফুটন্ত রসায়ণ তৈরি হয়, তাতে ফোড়ন পড়ে তৈরি হয় অমৃত। শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষা, সব সময়ইে এটা খাওয়া যেতে পারে। সহজ রান্নায় খিচুড়ি আমাদের ভরসা। তা সে যে কোনও প্রাদেশিক স্টাইলেই হোক না কেন, খাদ্যারসিক বাঙালি বরাবরই অন্য কোনও প্রদেশের খাবার আপন করে নিতে পারেন। দুই ভিন্ন স্বাদের খিচুড়ি।

উপকরণ- ১ কাপ বাসমতি চাল, ১ কাপ মিহি করে কুচোনা পেঁয়াজ, ১ কাপ অরহর ডাল, ১ টেবিল চামচ থি, ৪টি রসুনের কোয়া, ২টি কাঁচা লক্ষা, ১টি শুকনো লক্ষা, ২ টেবিল চামচ লেবুর রস, ১২ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো।

প্রণালী- চাল এবং অরহর ভালোভাবে ধুয়ে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। তার পরে চাল এবং ডালের মিশ্রণটি নুন, জল ও গুঁড়ো হলুদ দিয়ে প্রেশার কুকারে সুসিদ্ধ করে

নিন। প্রেশার পুরোটো ছেড়ে গেলে কুকারের ঢাকনা খুলে খিচুড়ি সামান্য ষেটে নিন। এবার প্যানে থি গরম করে, তাতে শুকনো লক্ষা, পেঁয়াজ দিয়ে ভাজুন। রসুন এবং লক্ষা পেস্ট



করে নিয়ে প্যানে দিন। রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত কষান। এরপরে প্যানে থাকা মশলা খিচুড়ির মধ্যে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। উপর থেকে লেবুর রস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন খাটুয়া খিচুড়ি।
কমড় স্টাইলে খিচুড়ি
উপকরণ- মশলা তৈরির জন্য-২ টেবিল চামচ জিরে, ২ টেবিল চামচ পোস্ত দানা, সাদা তিল, আধ চা চমচ গোটা গোলোমরিচ, মেথি দানা, আধ কাপ

গোটা ধনে, ৬টি ছোট এলাচ, ১ চা চামচ তেল, হলুদ গুঁঁো, ১০-১২টি শুকনো লক্ষা, লবঙ্গ ৩-৪টি, হিং প্রয়োজনমতো, আধ কাপ শুকনো নারকেলের টুকরো।



খিচুড়ির জন্য-আধ কাপ ছোলার ডাল, ২ টেবিল চামচ বিউলির ডাল, ৪ কাপ আহর ডাল, এ কাপ চাল, ২-৩টে গাজর (টুকরো করে কেটে নেওয়া) বিনস, ২টি মাঝারি মাপের আলু, প্রয়োজনমতো জল, তেল, হলুদ গুঁটো, ৩-৪ টেবিল চামচ থি, পেঁয়াজ ১টি, রসুন ২-৩ কোয়া, তেঁতুল ২-৩ চা চামচ
প্রণালী-প্রথমে সমস্ত গোটা মশলা শুকনো খোলায় ভেজে ঠান্ডা করে গুড়িয়ে নিন। এবার তেল গরম করে

নিয়ে তাতে শুকনো লক্ষা ও শুকনো নারকেল দিয়ে ভাল ভাবে ভেজে নিয়ে সরিয়ে রেখে দিন। এটাকেও গুড়িয়ে নিন। তৈরি হয়ে যাবে আপনার বিসি বেলে বাথের মশলা। এটি রাখুন ঢাকা বন্ধ কৌটোয়।এরপর তেল গরম করে খিচুড়ি তৈরির জন্য চাল, ডাল ও সমস্ত সবজি দিয়ে নুন-হলুদ দিয়ে নেচেচড়ে নিন। এবার ৫-৬ কাপ জল দিয়ে সেক্ধ করে নিন। হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে কুকার থেকে বের করুন। এরপর কাহিতে থি ও কাজুবাদাম সামান্য ভেজে নিয়ে তাতে সরষে, কারিপাতা, শুকনো লক্ষা ও হিং দিয়ে ফোড়ন দিন। ভাজা হয়ে গেলে তাতে দিন টমেটো, ক্যাপসিকাম, কাইশুটি পড়বে। এরপর তাতে যোগ করুন তেঁতুল ও গুড়া অল্প জল দিয়ে ফুটে উঠলে সিদ্ধ করে রাখা চাল, ডাল ও সবজি তৈরি করা মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর এতে প্রয়োজন মতো জল দিয়ে উপর থেকে বাদাম, ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে সামান্য থি ছািয়ে পরিবেশন করুন ভিন্ন স্বাদের এই দক্ষিণী স্টাইলের খিচুড়ি।

রোজগার মেলায় মৌদীর ভাণণ



গোরখপুর, ১২ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে রোজগার মেলায় ভাণণ দেন এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও সংস্থায় ৫১,০০০ এরও বেশি নবনিযুক্ত যুবককে নিয়োগপত্র বিতরণ করে। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আজ এই তরুণদের ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের দিন। তিনি বিভিন্ন বিভাগে তাদের সেবা শুরু করা তরুণদের অভিনন্দন জানান এবং জোর দিয়ে বলেন যে বিভিন্ন ভূমিকা সত্ত্বেও, তাদের সাধারণ লক্ষ্য হল প্রথমে নাগরিক নীতির উপর ভিত্তি করে জাতির সেবা করা।প্রধানমন্ত্রী ভারতের জনসংখ্যাগত এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তির অতুলনীয় শক্তির উপর জোর দেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে বিশ্বের বৃহত্তম যুব জনসংখ্যা এবং বৃহত্তম গণতন্ত্রের সত্ত্বে, ভারতের অভ্যন্তরীণ এবং বিশ্বব্যাপী ভবিষ্যত গঠনের অনন্য সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই বিশাল যুব শক্তি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং সরকার এই সম্পদকে দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির জন্য অনুযটক হিসেবে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টায় অবিচল।শ্রী মোদী বলেন, মাত্র দুই দিন আগে, আমি পাঁচটি দেশ সফর করে ফিরে এসেছি। আমি যে সমস্ত দেশে গিয়েছি সেখানে ভারতের যুবশক্তির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। এই সফরে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি দেশে এবং বিদেশে ভারতীয় যুবসমাজকে উপকৃত করবে। তিনি আরও বলেন যে প্রতিরক্ষা, ওয়ুধ, ডিজিটাল প্রযুক্তি, জ্বালানি এবং বিরল খনিজ পদার্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই সফরে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তি সুদূরপ্রসারী সুবিধা প্রদান করবে। এই উদ্যোগগুলি কেবল ভারতের বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে না ।

বিয়ের পিঁড়িতে বসেই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ ধ্রুবর

নামখানা, ১২ জুলাই : বিয়ের পিঁড়িতে বসেই কবিতা! ধ্রুব বিকাশ মাইতির ‘ঢোখের ভেতর মাছরাঙা’-এক কবির প্রেম, প্রতিশ্রুতি ও কাব্যিক বিপ্লবধারণত আলাদা সময়ে ঘটে, আলাদা মনস্তত্বে বাস করে। কিন্তু কবি ধ্রুব বিকাশ মাইতি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। জীবনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ এবং আবেগপূর্ণ দিনে-নিজের বিয়ের দিনে, তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর নতুন কাব্যগ্রন্থ ‘ভেতর মাছরাঙা’।প্রত্যন্ত সু ংদরনের নামখানা গ্রন্থকের দেরনগর এলাকার কবি ধ্রুব বিকাশ। একদিনে পাঁচ খানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলেছিলেন। সেই ধ্রুব বিকাশের আজ শুভ পরিণয়ে আরও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। মুখরিত হয়ে উঠেছে তার বিয়ের প্রাঙ্গণকবিতার পাতায় পাতায় প্রেম থাকে-এ তো জানা কথা। কিন্তু বিয়ের সিঁদুর দানের ঠিক পরেই নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ, যেন ভালোবাসাকে শুধু সামাজিক স্বীকৃতিতেই নয়, শব্দের শরীরে, সাহিত্যের দেহে রূপদান করলেন

কবি।উসর্গে লেখা প্রেমের নরম উচ্চারণবহিটর উসর্গপত্রেই ধরা পড়ে ধ্রুবর প্রেমের পরিণতি ও প্রতিশ্রুতি। তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে লেখা



উসর্গপত্রে আছে এক নীরব কাব্যিক প্রার্থনা-শিরোনাম দেখেই বোধা যায়, এর মধ্যে একাধে শব্দের গন্ধ লগেে আছে। স্বতন্ত্র আবহাওয়া থেকে শুরু করে নোনা হাওয়া জলা-জঙ্গল আর এশিয়ার প্রতিশ্রুতি। বাংলা সাহিত্য জগতে এমনভাবেও কাব্যিক উসর্গ বিরল।

মার্কিন ভিসা পেতে এবার দ্বিগুণের বেশি ব্যয় করতে হবে ভারতীয়দের

১২ জুলাই : মার্কিন ভিসা পেতে গেলে এবার থেকে দ্বিগুণের বেশি অর্থ খরচ করতে হবে ভারতীয়দের। নয়া আইনের মাধ্যমে মার্কিন ভিসায় এবার ‘ইন্সটিগ্রিটি ফি’ যুক্ত করল

বাতিল, গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের উপর চাপ বাড়িয়ে তা আত্মসমর্পণ করানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। সেই ডামাডোলের মাঝেই সম্প্রতি মার্কিন পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে

সাময়িকভাবে আমেরিকায় যাচ্ছেন তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে এই ‘ইন্সটিগ্রিটি ফি’। অর্থাৎ, পর্থটন, ব্যবসা, পড়াশুনো ও কর্মপত্রে যারা আমেরিকা আসবেন তাঁদের জন্য

এই নিয়ম লাগু হবে। যদিও কূটনৈতিক ভিসার জন্য এই খরচ লাগবে না। পাশাপাশি আরও জানা যাচ্ছে এই ‘ইন্সটিগ্রিটি ফি’ কিন্তু স্থির নয়, মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর খরচও বাড়বে। জানা যাচ্ছে, বর্তমানে মার্কিন ভিসা বি-১ ও বি-২ এর জন্য খরচ পড়ে প্রায় ১৮৫ মার্কিন ডলার। অর্থা ভারতীয় মুদ্রায়



বিদেশিদের আমেরিকায় আসা একবরেই ‘অপছন্দ’ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। হোয়াইট হাউসের অধীশ্বর হওয়ার পর বিদেশি আটকাতে একের পর এক কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে ট্রাম্প সরকার। শুরুতেই অবৈধ অভিবাসীদের দেশছাড়া করার পাশাপাশি বিদেশি পাড়ায়দের ভিসা

‘বিগ বিউটিফুল বিল’। এই বিলের মাধ্যমেই মার্কিন ভিসায় যুক্ত করা হচ্ছে ‘ইন্সটিগ্রিটি ফি’। যার জেরে আগে যেখানে মার্কিন ভিসা পেতে মাথাপিছু খরচ হত মাত্র ১৬ হাজার টাকা। ২০২৬ সাল থেকে সেটাই গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৪০ হাজার টাকায়।

১৫ হাজার টাকা। ২০২৬ সাল থেকে এর সঙ্গে যোগ হবে ‘ইন্সটিগ্রিটি ফি’। যার ফলে এখানে যুক্ত হবে অর্হি-১৪ ফি (২৪ ডলার বা ২ হাজার টাকা), ইএসটিএ বাবদ আরও ১০ হাজার টাকা ও অন্যান্য আরও খরচ যোগ হবে এর সঙ্গে। সব মিলিয়ে ভারতীয় খরচ বাবদ পরবে প্রায় ৪০ হাজার টাকা।

আই কার্ড দেখে পাকিস্তানিদের গুলি বালোচিস্তানে!

১২ জুলাই : দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতাকামী বালোচ বিদ্রোহীরা এবার বসড়ড অভিযান শুরু করেছে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে। এবং পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার রাতে বালোচিস্তানের সারথাক্স অঞ্চলে গুলিীদের অপহরণ করে তাদের খুন করার অভিযোগ উঠল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। দাবি, আই কার্ড দেখে পরীক্ষা করা হয় অপহৃত ব্যক্তির পাকিস্তানি কিনা। অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে ওই হামলায়।

পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, আলাদা করে পাক পাঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দাদের ‘চার্জেট’ করা হয়েছে। এবং বাসিট লক্ষ্য করে লাগাতার গুলি চালানো হয় যাতে কেউ পালাতো না পারে। সূত্রে খবর, একসঙ্গে ৭৮ জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১৭টি হামলা হয়েছে। তার মধ্যেই অন্যতম বাসে হামলার ঘটনাটি।

বালোচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি দাবি করেছেন, যা পরিস্থিতি সেটা গৃহযুদ্ধের। জানা যাচ্ছে, দুষ্কৃতীরা সুব-ডাকাই অঞ্চলে দু’টি বাস অপহরণ করে। রাস্তা অবরোধ করে বাসগুলি দাঁড় করিয়ে তারপর বন্দুক দেখিয়ে দশজনকে বাস থেকে নামিয়ে আনা হয়। তার আগে সকলের আই কার্ড দেখে জেনে নেওয়া হয় তারা পাকিস্তানি কিনা। বিশেষত পাক পাঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দা কিনা।

উল্লেখ্য, প্রায় ২০ বছর ধরে স্বাধীনতা চেয়ে আন্দোলন করছে বালোচরা। চলতি বছরে জাফর এঞ্জপ্রেসে হামলা চালিয়ে ইইচই ফেলে দিয়েছিল বালোচ লিবারেশন আর্মি। কোয়েটা থেকে পেশোয়ারগামী যাত্রীবাহী জাফর এঞ্জপ্রেসের দখল নেয় বিদ্রোহীরা। ২৮ পাক সেনা ও ২৬ পদবন্দীর মৃত্যু হয়। মার্চ মাসের সেই ঘটনার বেশ কাটতে না কাটতেই ফের পাকিস্তানে বড়সড় আঘাত হানল বালোচরা।



শ্রী সঞ্জয় শেঠ, মাননীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী, ভারত সরকার। ১২.০৭. ২০২৫ তারিখে রাঁচিতে আয়োজিত রোজগার মেলায় নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগপত্র প্রদান করছেন।

কর্নেলগঞ্জ থানা এলাকায় ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার ছাত্রীর দেহ

প্রয়াগরাজ, ১২ জুলাই : শুক্রবার কর্নেলগঞ্জ থানা এলাকার একটি ঘরের তেতেরে ঝুলন্ত অবস্থায় এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রী এখানে প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পাশুনা করছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। কর্নেলগঞ্জ থানা পুলিশ জানিয়েছে, গাজীপুর জেলার তীরগতিতে তদন্ত চলছে। পুসঙ্গত, রোহিং শহরে অবস্থিত মাউন্ট কারমেল মিশন স্কুলের কয়েকটি নাবালিকাকে যৌন নির্ধাতনের অভিযোগ এবং উন্মত্ত জনতার সহিংসতা, উভয়েরই তীরগতিতে তদন্ত চলছে। পুসঙ্গত, রোহিং শহরে অবস্থিত মাউন্ট কারমেল মিশন স্কুলের কয়েকটি নাবালিকাকে যৌন নির্ধাতনের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) ২০ বছর বয়সি রিজা-উল করিম নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। নিহত রিজা-উল একজন পরিবারী নির্মাণ শ্রমিক। স্কুলে কোনও নির্মাণকাজে যুক্ত ছিল সে। তার বিরুদ্ধে ৫ থেকে ৭ বছর বয়সি অন্তত সাতটি মেয়েকে শ্রীলতাহানি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। ভুক্তভোগীরা মাউন্ট কারমেল স্কুলের হস্টেলে থাকত। গতকাল শুক্রবার বিকালের দিকে বিক্ষুব্ধ জনতার বিশাল মব অভিযুক্তকে জবরদস্তি থানা থেকে বের করে তাদের হেফাজতে নিয়ে যায়। উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তকে একটি গাছের সাথে বেঁধে তাকে মারধর করে। বিক্ষুব্ধ জনতার মারে গুরুতর জখম হয় রিজা-উল করিম। পুলিশ অভিযুক্তকে উন্মত্ত জনতার কাজ থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু জনতা পুলিশের পিছু নিয়ে হাসপাতালে চলে যায়। হাসপাতাল থেকেও রিজা-উলকে টেনে বের করে রিজার মারধর করা হয়। তখন মৃত্যু হয় রিজা-উলের। নাবালিকার যৌন নির্ধাতন এবং গণপিটুনিতে অভিযুক্তের মৃত্যু, সংবেন্দনশীল দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা রোয়িং শহরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার আশংকা দেখা দিয়েছে। তাই রোয়িং শহরের সংবেদনশীল এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিরিডভাবে পর্যবেক্ষণ করছে জেলার সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসন।

বেলদায় গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৪ জনের



বেলদা, ১২ জুলাই : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদার রানিসরাইয়ে স্ক্রপিং গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৪ জন। শনিবার সকালে ৬টা নাগাদ ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সংঘর্ষে এতচাই জোরালো ছিল যে, স্ক্রপিংও গাড়িটি পুরোপুরি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। রানিসরাইয়ে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দীঘায় প্রভু জগন্নাথদেবের দর্শন করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন চার জন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়ির চালক-সহ ৪ জনের। আসানসোল থেকে একটি স্ক্রপিংও গাড়িতে চেপে দীঘায় জগন্নাথদেবের দর্শন করতে যাওয়ার সময় হঠাৎই রানিসরাই এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে গাড়িটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভিডার পেরিয়ে উল্টো দিকের লেনে ঢুকে পড়ে। সেই সময় উল্টো দিকের লেনে একটি ট্রাক আসছিল। খড়গপুরের দিকে লরিটি যাচ্ছিল। সামনে গাড়ি চলে আসায় লরিটি তাতে ধাক্কা মারে। লরির থাক্কায় কার্যত দুমড়ে মুচড়ে যায় চারচাকা গাড়িটি। অনেক চেষ্টায় গাড়ি থেকে চার জনকে উদ্ধার করা যায়, কলকাতার পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। গ্যাসকটার ব্যবহার করে গাড়ি থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে তাঁদের বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও, ততক্ষণে চারজনেরই মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার জেরে ওই রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। একজন স্থানীয় বলেন, এখানে খড়গপুর দিক থেকে একটি স্ক্রপিংও গাড়ি এক লেন থেকে অন্য লেনে চলে যায়। সামনে একটি লরি ছিল।

মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণের আয়োজন

কলকাতা,১২ জুলাই : যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে সন্তব্য সক্ষম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে ‘কলকাতার জীবনরেখা’ হিসেবে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করেন যাতে আগুনের মতো যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায়। টানেলের ভিতরে বা ভায়াডাক্টে যেকোনো অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুত পরীক্ষা করার জন্য, কলকাতার মেট্রো রেলওয়েতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।১১.০৭.২০২৫ তারিখে মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মাঠ কর্মীদের জন্য একটি অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এই প্রশিক্ষণে, মেট্রো কর্মীদের বিভিন্ন অগ্নি এবং যৌগার পরিস্থিতির সিসিমুলেশনের মাধ্যমে আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।ট্রাক্টিক বিভাগের কর্মীরা এবং আরপিএফ কর্মীরা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ মাঠ কর্মীদের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে আরও তীব্র করে দেবে যাতে তারা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সচা্য দিতে পারে, উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনতে পারে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে।

দিব্লির আজাদ মার্কেটে ভবন ধসে মৃত এক

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উত্তর দিল্লির আজাদ মার্কেটে একটি ভবন ধসে পড়েছে। রাত প্রায় ২টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এতে ৪৬ বছর বয়সী মনোজ নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ, দমকল এবং এনডিআরএফ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে। এনডিআরএফ এর এক আধিকারিক বলেন, আমরা রাতে খবর পেয়েছিলাম যে আজাদ নগর মার্কেটে একটি ভবন ধসে পড়েছে। আমাদের বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। রাতেই অভিযান শুরু হয় এবং একটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

অরুণাচলের রোয়িঙে গণপিটুনিতে মৃত্যু যৌন নির্ধাতনের অভিযোগে অভিযুক্তের

ইটানগর (অসম), ১২ জুলাই : লোয়ার দিবাং উপত্যকা জেলার অর্ন্তগত রোয়িং শহরে অবস্থিত মাউন্ট কারমেল মিশন স্কুলে অন্তত সাতটি নাবালিকাকে যৌন নির্ধাতন এবং গণপিটুনিতে অভিযুক্তের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন গোটা রোয়িং শহরে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস)-র ধারা ১৬৩ বলব করেছে। এদিকে, আজ ১২ জুলাই থেকে অবস্থিত মাউন্ট কারমেল মিশন স্কুলকে তাৎক্ষণিকভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি অভিভাবকদের প্রতি জেলাপুলিশের আহ্বান জানিয়ে বলেছে, নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানদের মাউন্ট কারমেল মিশন স্কুল থেকে সরিয়ে এলাকায় নিকটবর্তী সরকারি বা স্বীকৃত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়ে ভরতি করেন। অন্যদিকে, শহরে নাগরিকদের শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে আইনকে তার গতিপথে চলাতে সহায়তা করার অনুরোধ জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক নাগরিকদের আহ্বান করেছেন, যৌন নির্ধাতনের অভিযোগ এবং উন্মত্ত জনতার সহিংসতা, উভয়েরই তীরগতিতে তদন্ত চলছে। পুসঙ্গত, রোহিং শহরে অবস্থিত মাউন্ট কারমেল মিশন স্কুলের কয়েকটি নাবালিকাকে যৌন নির্ধাতনের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) ২০ বছর বয়সি রিজা-উল করিম নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। নিহত রিজা-উল একজন পরিবারী নির্মাণ শ্রমিক। স্কুলে কোনও নির্মাণকাজে যুক্ত ছিল সে। তার বিরুদ্ধে ৫ থেকে ৭ বছর বয়সি অন্তত সাতটি মেয়েকে শ্রীলতাহানি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। ভুক্তভোগীরা মাউন্ট কারমেল স্কুলের হস্টেলে থাকত। গতকাল শুক্রবার বিকালের দিকে বিক্ষুব্ধ জনতার বিশাল মব অভিযুক্তকে জবরদস্তি থানা থেকে বের করে তাদের হেফাজতে নিয়ে যায়। উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তকে একটি গাছের সাথে বেঁধে তাকে মারধর করে। বিক্ষুব্ধ জনতার মারে গুরুতর জখম হয় রিজা-উল করিম। পুলিশ অভিযুক্তকে উন্মত্ত জনতার কাজ থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু জনতা পুলিশের পিছু নিয়ে হাসপাতালে চলে যায়। হাসপাতাল থেকেও রিজা-উলকে টেনে বের করে রিজার মারধর করা হয়। তখন মৃত্যু হয় রিজা-উলের। নাবালিকার যৌন নির্ধাতন এবং গণপিটুনিতে অভিযুক্তের মৃত্যু, সংবেন্দনশীল দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা রোয়িং শহরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার আশংকা দেখা দিয়েছে। তাই রোয়িং শহরের সংবেদনশীল এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিরিডভাবে পর্যবেক্ষণ করছে জেলার সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসন।

ভারত- নামিবিয়ার একাধিক চুক্তি

১২ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামিবিয়া সফরে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। এই তালিকায় রয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ। এর মধ্যে ভারত ও নামিবিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হওয়া এই খনিজ চুক্তি নয়াদিল্লির জন্য বিশেষভাবে লাভজনক তো বটেই, পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলিতে যেভাবে চিনের প্রতিপত্তি বাড়ছে সেখানে ভারতের এই পদক্ষেপ চৈনিক চাল তড়টে দেওয়ার পরিকল্পনা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ নামিবিয়া খনিজ সম্পদে পূর্ণ একটি রাষ্ট্র। ইউরেনিয়াম, বিরল খনিজ, হিরে তো বটেই সম্প্রতি জ্বালানি তেল ও গ্যাসের বিপুল ভাণ্ডার পাওয়া গিয়েছে এই দেশে।

ভাগলপুর এবং রাঁচির মধ্যে শ্রাবণী মেলা স্পেশাল চালানোর সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জুলাই : যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় কমাতে, রেল কর্তৃপক্ষ ভাগলপুর এবং রাঁচির মধ্যে শ্রাবণী মেলা স্পেশাল চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেলার সময় অতিরিক্ত যাত্রীদের ভিড় সামলাতে এই বিশেষ ট্রেনটি অতিরিক্ত সহায়তা করবে। ০৮৬১০ রাঁচি - ভাগলপুর শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ১২.০৭.২০২৫ থেকে ১১.০৮.২০২৫ (১০টি ট্রিপ) প্রতি শনি ও সোমবার রাত ৯.০০ টায় রাঁচি থেকে ছেড়ে পরের দিন দুপুর ১.০০ টায় ভাগলপুর পৌঁছাবে। ট্রেনটি পূর্ব রেলের অওতাধীন আভাইপুর, জামালপুর এবং সুলতানগঞ্জ স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস এবং স্লিপার ক্লাস থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ০৮৬০৯ ভাগলপুর - রাঁচি শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার ১৩.০৭.২০২৫ থেকে ১২.০৮.২০২৫ (১০টি ট্রিপ) ভাগলপুর থেকে দুপুর ১.৫০ মিনিটে ছেড়ে পরের দিন ০৫.৪৫ মিনিটে রাঁচিতে পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের রহাট, বাকা, দেওয়ার এবং জাসিডিহ স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস এবং স্লিপার ক্লাস থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ০৮৬০৯ ভাগলপুর - রাঁচি শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনের বুকিং টিকিটের কাউন্টার (পিআরএস) এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, প্রতি বুধবার ০৮৬১০ রাঁচি - ভাগলপুর শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেন এবং প্রতি বৃহস্পতিবার ০৮৬০৯ ভাগলপুর - রাঁচি শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

বাগডোগরায় দোকানে বিধ্বংসী আগুন, ক্ষতি লক্ষাধিক টাকার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : শিলিগুড়ির বাগডোগরার হাংসখোয়া এলাকায় একটি প্রসাধনীর দোকানে আগুন লাগে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ভোরে। দোকান থেকে হঠাৎই আগুন বের হতে শুরু করে, এবং আশেপাশের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, এদিন সকালে ওই প্রসাধনীর দোকান থেকে আগুন বের হতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা । দমকল বিভাগ এবং পুলিশকে তাৎক্ষণিকভাবে খবর দেওয়া হয়। খবর পাওয়ার সাথে সাথে মাটিগাড়া এবং নকশাবাড়ি দমকল বিভাগের একটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই সময়ের মধ্যে বাগডোগরা থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুনে ওই দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দোকান মালিক অজিত দাসের মতে, আগুনে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। দমকল বিভাগ এবং পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত করছে।

খেজুরিতে জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, সোমবার বন্ধের ডাক

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১২ জুলাই : খেজুরি থানার ভাঙনমারি গ্রামে শুক্রবার মরমের রাতে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর সকালে ওই এলাকার কাছেই দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতদের নাম সুধীর পাহিক ও সুজিত দাস। তাদের মৃত্যুকে ঘিরে একদিককে বাড়ছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিরোধী দলনোতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, শনিবার দুপুরে বিস্ফোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আগামী সোমবার খেজুরিতে হিন্দু সংগঠনগুলির তাকে বন্ধ হবো। তিনি নিজে নেতৃত্ব দরেন জনকা থেকে বিদ্যাপীঠে মোড় দিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে। অন্যদিকে, শাসক দলের পক্ষ থেকে পাল্টা জবাব দিয়েছেন তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্য শ্যামল মিশ্র। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। অথচ বিজেপি এটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই মৃতদেহ দু’টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে খুন না দুর্ঘটনা- সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি পুলিশ।

তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলার জন্য আরও বিশেষ ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জুলাই : তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলায় তীর্থযাত্রীদের প্রত্যাশিত অতিরিক্ত ভিড় মোকাবিলা করার জন্য, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগ আরও ৪ জোড়া তারকেশ্বর - শেওড়াকুলি - তারকেশ্বর ইএমইউ স্পেশাল এবং এক জোড়া হাওড়া - তারকেশ্বর - হাওড়া ইএমইউ স্পেশাল চালানোর পরিকল্পনা করছে। সমস্ত রবিবার, সোমবার এবং অন্যান্য উৎসবের দিনগুলিতে অর্থাৎ ১৩.৭.২০২৫, ১৪.৭.২০২৫, ২০.৭.২০২৫, ২১.৭.২০২৫, ২৭.৭.২০২৫, ২৮.৭.২০২৫, ২৯.৭.২০২৫, ৩৮.২০২৫, ৪.৮.২০২৫, ৯.৮.২০২৫, ১০.৮.২০২৫, ১১.৮.২০২৫, ১৫.৮.২০২৫, ১৬.৮.২০২৫, ১৮.৮.২০২৫, ১৭.৮.২০২৫ এবং ১৮.৮.২০২৫। এই ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি পথের সমস্ত স্টেশনে থামবে। তারকেশ্বর - শেওড়াকুলি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি তারকেশ্বর থেকে ০১.০০, ০৩.১০, ০২.২০ এবং ১৭.৩০ মিনিটে ছেড়ে যথাক্রমে ০১.০০, ০৪.০০, ০৩.২০ এবং ১৮.২০ মিনিটে পৌঁছাবে এবং শেওড়াকুলি - তারকেশ্বর ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি শেওড়াকুলি থেকে ০২.০০, ০৪.১০, ০৫.১৫ এবং ১৮.৩০ মিনিটে ছেড়ে যাবে। তারকেশ্বরে পৌঁছাবে যথাক্রমে ০২.৫০, ০৫.০০, ১৬.০৫ এবং ১৯.২০। হাওড়া - তারকেশ্বর ইএমইউ স্পেশাল হাওড়া বান্দা ০১.৩৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং ২৩.০৫ মিনিটে তারকেশ্বরে পৌঁছাবে এবং তারকেশ্বর - হাওড়া ইএমইউ স্পেশাল তারকেশ্বর থেকে ০১.৪৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং ০৩.১৫ মিনিটে হাওড়া পৌঁছাবে।

সীমান্তে মদ পাচারের চেষ্টা! বিএসএফের গুলিতে গুলিবিদ্ধ পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ১২ জুলাই : বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে মদ পাচার রুখার বিএসএফ। জওয়ানদের গুলিতে আহত এক বাংলাদেশি পাচারকারী। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে। মালদার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিমুক্ত। ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন জঙ্গিপুুরের পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ। বিএসএফ ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তির নাম সাফিক। তিনি বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জের বাসিন্দা। শুক্রবার রাত থেকে মুর্শিদাবাদ সামশেরগঞ্জের নিমতিতা সীমান্ত পেরিয়ে মদ পাচারের চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ। সেই সময় সীমান্তে টলরত বিএসএফ জওয়ানদের নজরে আসে বিষয়টি। জওয়ানরা ওই ব্যক্তিকে সতর্ক করেন। তিনি শোনেননি। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখনই ওই ব্যক্তির পায়ে গুলি করা হয় বলে জানা গেছে। গুলিবিদ্ধ হওয়ায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন পাচারকারী। তাঁকে উদ্ধার করেন বিএসএফ জওয়ানরা। সফিকুলকে উদ্ধার করে মালদার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। অভিযুক্ত মদ পাচারের চেষ্টা করছিলেন বলে জানা গেছে।

ফুলকপির আড়ালে মদ পাচার! গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : ফুলকপির বস্তার আড়ালে পাচারের ছক! গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৮০০ বোতল মদ উদ্ধার করল শিলিগুড়ির আবগারি দপ্তর। উদ্ধার হওয়া মদের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৪১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় রোশন কুমার (২৩) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিহারের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, শনিবার সকালে আবগারি দপ্তরের ওসি দীপক টিগা গোপন সূত্রে খবর পান, একটি পিকআপ ভানে ফুলকপির বস্তার আড়ালে বিপুল পরিমাণ মদ পাচারের চেষ্টা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতেই শিলিগুড়ির চম্পাসারির প্রধাননগর এলাকায় সার্ভিট গেস্ট হাউসের সামনে বিহার নম্বরের একটি সন্দেহভাজন পিকআপ ভ্যান আটকানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদে চালকের কথায় অসঙ্গতি পাওয়া গেলে গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। ফুলকপির বস্তাগুলো সরিয়ে দেখা যায়, নিচে ১৫০টি কাটুনে সাজানো রয়েছে মদের বোতল। চালকের গ্রেফতার করে গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। দুই রোশন কুমারকে শনিবারই শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, এই পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে তল্লাশি চলছে।

চরম গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত ঝাড়গ্রামে বিজেপি সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১২ জুলাই : জঙ্গলমহলের তলানিতে থাকা সংগঠনের এখন একমাত্র ভরসা নতুন রাজসভাপতি। চরম গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত ঝাড়গ্রামে



বিজেপি সংগঠন। সংগঠনে এই মুহূর্তে চারটি গোষ্ঠী। আর এই প্রত্যেকটি গোষ্ঠী এই মুহূর্তে তারিয়ে নতুন রাজ্য সভাপতি দিকে। বিজেপি জেতা সভাপতি তুফান মাহাতো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাকি সকলে। অভিযোগ বর্তমান জেলা সভাপতি দলীয় নিয়ম নীতি না মেনে এককভাবে দল চালাচ্ছেন। আর এর মূল কারণই আর্থিক নয়ছয়। বিজেপি নেতাদের এই আর্থিক নয়ছয়- এর বিরুদ্ধে একাংশের বিজেপি কর্মীরাই নতুন সংগঠনও তৈরি করছেন। তাই নতুন সংগঠনের নির্দিষ্ট আজেবন্দা কোরাপটেড বিজেপি কর্মীদের চিহ্নিত করা। তবে বর্তমান যিনি রাজ্য সভাপতি হয়েছেন তারপর আস্থা রাখছেন তারা। দলের একসময় স্পট পারসন বর্তমান শুভেন্দু পন্থী তার বক্তব্য নিজের খুশি মত দল চালাচ্ছেন

বক্রেশ্বরে জঙ্গলের ভিতর থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ জুলাই : গলায় ওড়নার ফসি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ফমালা, জুতো, জলের বোতল। বীরভূমে জঙ্গলের ভিতর থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। তবে কি ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তরুণীকে নাকি অন্য কিছু? পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা বক্রেশ্বর নীল নির্জন জলাধার থেকে রাজগঞ্জ-করমকাল যাওয়ার রাস্তায় রামামাধবপুর গ্রামের কাছে জঙ্গলে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় সদাইপুর থানায়। তড়িঘড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দেহ

বর্তমান জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো ভোটের টাকা থেকে শুরু করে সংগঠনের একাধিক টাকা নয়ছয় করা হয়েছে। কর্মীদের প্রাপ্য টাকাও কর্মীরা পাননি। একাধিক কেসের জর্জরিত কর্মীরা আজ এক ঘরে। নিজের খুশি মত দল পরিচালনা করছেন বর্তমান জেলা সভাপতি। ফলে এই অবস্থায় জঙ্গলমহলে পুরনো বিজেপি কর্মীরা সবাই ঘরে বসে গিয়েছেন। যদিও তিনি আশাবাদী, নতুন রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য্যের কাছে সমস্ত রিপোর্ট পাঠাবেন এবং তারপরে অবশ্যই কোন সুরাহা হবে। এক সময় শিক্ষাক্ষেলের দায়িত্বে থাকা এবং কাউন্সিলর বলে লড়াই করা একনিষ্ঠ কর্মী... আজ ঘরে বসে রয়েছেন। ইনি আবার প্রাক্তন জেলাসভাপতির কাছের লোক ছিলেন। তুফান মাহাত দায়িত্ব নেওয়ার পরথেকেই আস্থা আস্তে দলে তার গুরুত্ব কমেছে। তার সময় কাজ করা কর্মীরা আজ আর কেউ পার্টি মুখ হয় না। তার ও অভিযোগ সঠিক লোকের হাতে দল পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। চরম আর্থিক নয়ছয় এবং একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ। তিনিও জানালেন জঙ্গল মহলের বিজেপির একটা বড় অঙ্কর তাকিকে বর্তমান রাজ্য সভাপতির দিকে। তিনি ঝাড়গ্রাম এর সংগঠন এর পরিবর্তন করে যোগ্য লোককে দায়িত্ব দিলেই ক্ষেত্র আবার সবাই দলে ফিরে আসবে। নতুন পুরানো এক হয়ে ফের জঙ্গল মহলে শক্তিশালী বিজেপি গড়ে উঠবে। যদিও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কে পাশে রেখে বর্তমান জেলা সভাপতি তুফান মাহাত বলেন তিনি পুরনো নতুন সকলকে লেকে তাদের সাথে কথা বলবেন। নতুন রাজ্য সভাপতির কাছে সময় চাওয়া হয়েছে তিনি সময় দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বক্রেশ্বরে জঙ্গলের ভিতর থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ জুলাই : গলায় ওড়নার ফসি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ফমালা, জুতো, জলের বোতল। বীরভূমে জঙ্গলের ভিতর থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। তবে কি ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তরুণীকে নাকি অন্য কিছু? পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা বক্রেশ্বর নীল নির্জন জলাধার থেকে রাজগঞ্জ-করমকাল যাওয়ার রাস্তায় রামামাধবপুর গ্রামের কাছে জঙ্গলে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় সদাইপুর থানায়। তড়িঘড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দেহ

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা থেকে বিজেপির বিধায়ককে তোপ ডাকলেন যুব তৃণমূল সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জুলাই : ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা থেকে বিজেপির বিধায়ককে তোপ ডাকলেন যুব তৃণমূল সভাপতি। পাল্টা যুব সভাপতিকে কটাক্ষ তৃণমূলের। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার প্রাক্কালে ২১ জুলাই কে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি সভায় সংগঠনকে চাচ্চা করার মরিয়া প্রয়াস তৃণমূল নেতৃত্বের বিজেপির ঘাটি ভেদ করতে মঞ্চ থেকে বিধায়ককে একাধিক ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ নবনির্বাচিত জেলা যুব তৃণমূল সভাপতিরা। পাল্টা তোপ বিজেপি বিধায়কের। সমগ্র ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। মালদা বিধানসভা তথা পুরাতন মালদা এলাকা উনিশের নির্বাচন থেকে কার্যত বিজেপির দুর্ভেদ্য ঘাটি। ব্যতিক্রম ছিল শুধু পূর্বনির্বাচন। গত লোকসভাতেও বিজেপির উত্তর মালদা আসন জয়ের ক্ষেত্রে এই বিধানসভার লক্ষাধিক লিড গেরুয়া শিবিরকে এগিয়ে দিয়েছিল। এই আবহে পুরাতন মালদার সংগঠন চাচ্চা করতে বিজেপি বিধায়কের সক্রিয়তা নিয়ে নিশানা যুব তৃণমূল সভাপতি প্রসেনজিত দাস। যিনি একসময় পুরাতন মালদা ব্লকের সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। যার নেতৃত্বে পুরো ভোটে ভালো ফল করেছিল তৃণমূল। এদিন পুরাতন মালদা ব্লক ও শহর যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে যাত্রাভঙ্গার পোঁপোড়া হাটখোলা এলাকায় একুশে জুলাই উপলক্ষ্যে একটি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি প্রসেনজিত দাস, রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজির নূর সহ ব্লকের নেতৃত্বর। বক্তবোর শুরু থেকেই স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহাকে তীব্র আক্রোশ করেন প্রসেনজিত। যুব সভাপতি প্রসেনজিত দাসের অভিযোগ, এলাকায় বিধায়ককে খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ প্রয়োজনে দেখা করতে গেলে নিরাপত্তা রক্ষীরা দুর্ব্যবহার করে। সামান্য রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট বা স্কলারশিপের ফর্মের জন্যও মানুষকে গিয়ে ঘুরে আসতে হয়। যদিও পাল্টা বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহা দাবি, সভাতে লোকজন হচ্ছে না। তাই বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলছে তৃণমূল। নিজেদের অস্তিত্ব রাখতেই এইসব কথা বলছে যুব তৃণমূল সভাপতি। পুরাতন মালদায় তাদের কোন জনসমর্থন নেই। পুরাতন মালদায় তৃণমূলের সংগঠন নড়বড়ে। তাদের নেতারা তোলাবাজি করতেই ব্যস্ত। আর সেই কারণে কর্মীদের চাচ্চা করতেই এই দাওয়াই নেতৃত্বের।

আরারিয়া-গালগালিয়া বিজি লাইনের জন্য সিআরএস পরিদর্শন সফলভাবে সম্পন্ন

মালিগাঁও, ১২ জুলাই : ১১০.৭৫ কিলোমিটার বিস্তৃত বহু প্রতীক্ষিত আরারিয়া- গালগালিয়া ব্রডগেজ লাইন প্রকল্পটি রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার (সিআরএস) শ্রী সুমিত সিংহলকে আইনগত পরিদর্শনের সফল সমাপ্তির মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। ৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে শুরু হওয়া এই ব্যাপক পরিদর্শন ১১ জুলাই ২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে, যা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই রুটে পূর্ণাঙ্গ ট্রেন পরিচালনার পথ প্রশস্ত করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন রেলওয়ে প্রকল্পের সমাপ্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় চিহ্নিত করে, যা বিহার এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে রেল সংযোগ এবং পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত। সিআরএস অনুমোদনের সাথে সাথে, পুরো অংশটি নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন যাত্রী এবং মালবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য প্রস্তুত। আরারিয়া-আরারিয়া কে।ট-রহমতপুর অংশ (৮.২৪ কিমি) এপ্রিল ২০২৪ সালে চালু করা হয়েছিল, এরপর ২০২৪ সালের নভেম্বরে পাওয়াখালী -ঠাকুরগাঁও অংশ (২৬.২৪ কিমি) চালু করা হয়েছিল। সিআরএস পরিদর্শনের

সফল সমাপ্তির সাথে সাথে, শেষ এবং দীর্ঘতম অংশ - রহমতপুর থেকে পাওয়াখালী (৭৯.৭৭ কিমি)ও চালু করা হয়েছে, যা সমগ্র আরারিয়া- গালগালিয়া ব্রডগেজ করিডোরের সমাপ্তি চিহ্নিত করে। এই

১৫ টি নতুন রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে। এই উপাদানগুলি প্রকল্পের প্রকৌশলগত স্কেল এবং জটিলতা প্রদর্শন করে এবং সম্মিলিতভাবে নিরাপত্তা, সংযোগ এবং আঞ্চলিক আকর্ষণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। এই



নবনির্মিত লাইনটি সর্বোচ্চ ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে পশ্চিমচালনার জন্য অনুমোদিত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে একটি প্রধান অবকাঠামো প্রকল্প, আরারিয়া- গালগালিয়া লাইনে ৬৪টি প্রধান সেতু, ২৬৪ টি ছোট সেতু এবং চূড়ান্ত মহিলফলক অর্জনের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এখন পশ্চিমচালনার জন্য প্রস্তুত, যা যাত্রীদের সুবিধা, মালবাহী চলাচল এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করবে।

লক্ষ্মীপুরের তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ৪

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জুলাই : মালদার লক্ষ্মীপুরের তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় মাইনুল শেখ -সহ চার জনকে গ্রেফতার করল ইংরেজগঞ্জের থানার পুলিশ । এখনও পলাতক সাইদুল শেখ, ইমরাত শেখ, শহীদ শেখ । জমি কারাবান নিয়ে বিবাদের জেরে ঘরে আটকে রেখে খুন করা হয় তৃণমূলের আবুল কালাম আলফাতি । আহত হন আবুল কালামের শ্রী শ্রীউলি খাতুন সহ আরও তিনজন । মাইনুল দলের টিকিট না পেয়ে পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে জিতেছিল । পরে যোগ দেয় তৃণমূল । ধৃত চার জনকে শনিবার আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয় ।

পুলিশি হস্তক্ষেপে উদ্ধার ভুটান থেকে ভারতে অবৈধ উপায়ে নিয়ে আসা আইফোন সিক্সটিন প্রো ম্যাক্স

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ জুলাই : ভুটান থেকে ভারতে অবৈধ উপায়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল আইফোন সিক্সটিন প্রো ম্যাক্স। কারণ শু নলে চোখ কপালে উঠবে আ প ন া র ও । অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে উদ্ধার হয়েছে ১০ টি নতুন আইফোন সিক্সটিন প্রো ম া ি ঙ্গ ।



মুঠোফোনে ন দু নিয়ার রাজা আইফোন। মোবাইলপ্রেমী মহলে এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। প্রতি সময় নিত্যনতুন ফিচার নিয়ে আপডেট মডেল বের করছে এই ফোন সংস্থা।সম্প্রতি বের হওয়া নতুন মডেলের নাম আইফোন সিক্সটিন প্রো ম্যাক্স। যার দাম ভারতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। ঠিক এখানেই হেটটি খেয়েছেন অনেক মোবাইলপ্রেমী। তবে এই ফোন ভুটানে বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকায়। কারণ ভুটান করমুক্ত দেশ। প্রতিবেশী দেশে কম দামে মিলছে দামি মোবাইল। এই চেয়েছিল কিছু ব্যবসায়ী, ভুটান থেকে কেনা দামে এই মোবাইল এনে ভারতে ১০-২০ হাজার টাকা লাভ রেখে বিক্রি ছক কষেছিল তারা। গতকাল গভীর রাতে ভুটান থেকে আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ প্রবেশ করে এক ব্যক্তি। তার সঙ্গে ছিল অবৈধ উপায়ে নিয়ে আসা আইফোন সিক্সটিন প্রো ম্যাক্স এর ১০ টি মোবাইল। পুলিশকর্মীদের সন্দেহ হওয়াতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে, সে মোবাইলগুলি ফেলে দিয়ে চলে যায়। পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। জয়গাঁ থানার ওসি মিগমা

অপরোধ দমনে বিশেষ অভিযান, রাতের শহরে পথে নামলেন পুলিশ কমিশনার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : শিলিগুড়িতে সম্প্রতি একের পর এক চুরি, ছিনতাই-সহ নানা অপরাধমূলক ঘটনার প্রেক্ষিতে রাতের শহরে কঠোর পদক্ষেপ নিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিশেষ নজরদারি অভিযান চালানো হয় পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের নেতৃত্বে। এই বিশেষ অভিযানে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডিএসি রাকেশ সিং, ট্রাফিক ডিএসি বিশুচাঁদ ঠাকুর, ডেপুটি কমিশনার তম্ময় সরকার-সহ পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। বিভিন্ন মোড়, হোটেল, লজ, বাস্ত এলাকায় চেকিং ও তল্লাশি চলে রাতভরা। মূলতঃ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ, নাকা চেকিং, যানবাহন পরীক্ষা ও নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যেই এই অভিযান চালানো হয়। শহরের কয়েকটি জায়গায় স্থানীয় থানার পুলিশকর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন কমিশনার, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর নেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাতের শহরে অসামাজিক কাজ কর্ম রুখতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই এই ধরনের অভিযান চলবে নিয়মিত। শিলিগুড়ির মতো ছোট বর্ধনশীল শহরে ক্রমবর্ধমান জনবসতি ও যান চলাচলের ভিড়ের মাঝেই অপরাধমূলক কাজের প্রবণতাও অপারকে বলে মনে করছে পুলিশ প্রশাসন। তাই অপরাধীদের রাশ টাাতে ও সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তার বার্তা দিতেই এই বিশেষ অভিযান, বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। শহরবাসীর একাংশের বক্তব্যও

TENDER NOTICE Prodhان Som-II GP invites e-tender in authority's contact from reliable resource and eligible contractor for NIT No-05/25- 26/Som-II G.P up to 19.07.25 17:00 hrs for others details visit website – https://wbttenders.gov.in or wbttenders.gov.in or Sompār-II G.P Sd/- Prodhان Sompār-II G.P	TENKARAIPUR MUNICIPALITY GRAM PANCHAYAT Raninagar – 1 Dev. Block – P.O. – Tenkaraipur P.S. – Islampur Dist. – MURSHIDABAD Telephone No. : 03481-236101 e-mail id: tenkaraipurbalumati@gmail.com e-Tender No: 10/TBGP/15TH CFC/2025-26 and 11/TBGP/15TH CFC/2025-26 are invited through on-line by the Prodhان, Tenkaraipur Balumati GP, Islampur Murshidabad, for 02 (Two) no. work under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat for 17/02/2025 to 17/07/2025. N.B : Details may be obtained from https://wbttenders.gov.in & from this office during office hours. Prodhان TENKARAIPUR BALUMATI GRAM PANCHAYAT
--	---

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY NOTICE INVITING e-Tender The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the Sinking of a Deep Tube Well of 300mm X 200mm dia and 180 metre deep with PVC pipe & Fibre Glass strainer at Rajma in ward no-7 within Ramjibonpur Municipality under Water Supply Scheme, Proposed Construction of a Godown at Ground Floor under Solid Waste Management purpose at Plot No 6256, Kh- 2355, in ward number 4 under Ramjibonpur Municipality, Paschim Medinipur and other related works through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders. Tender Ref. no. : VB/MAD/ULB/RM/C/M/NIT-02/2025-26, Tender Id : 0255_MAD_869 Last date & time for submission of bid through online is 11.07.2025 upto 3:00 PM. The details will be available on websites: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board. Sd/-Chairman, Ramjibonpur Municipality	Office of the Prodhان Kumbhira Gram Panchayat Kaliachak-II Dev. Block, Malda. Vill.: Noornagar, P.O.: Sābdalpur, P.S.: Bāishnābnagar, Dist : Malda NOTICE INVITING e-TENDER No.: NIT No. :05/KUM/2025-26 , 06/KUM/GP/2025-26 , 07/KUM/GP/2025-26 Date: 09-07-2025 Memo No: 209/KUM/GP/2025 , 210/KUM/GP/2025 , 211/KUM/GP/2025, Date: 09-07-2025 For and on behalf of the Prodhان, Kumbhira Gram Panchayat invites tenders through Tendering for different works. Date & Time of Application: 09.09.2025 to 16.07.2025 upto 3:00 pm, Date & Time for issuing tender paper : 17.07.2025 upto 5:00 pm, Date & Time for dropping tender paper : Date of opening: 18.07.2025 up to 3:30 pm information visit office of the undersigned. Sd/-Prodhان Kumbhira Gram Panchayat
---	---

কমলনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি রেজি নং- 22KT, তার-৩০.০৬.২০২৩ গ্রাম- কমননগর, বান্দা - পূর্ববঙ্গী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা কমলনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/ সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্দানে উপলক্ষে আগামী রবিবার ২৭.০৭.২০২৫ তারিখে লেবো বাজারের এক বিশেষ সোমার প্রদর্শনজন্য করা ইয়াচ্ছে। উক্ত সভায় যোগদান করিয়া দিমিলিখিত সূচি অনুযায়ী সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সেট ৯ (নয়) অফারলিখিত- ০৬ বিকাল- ০২ ও SC/ST- ০১ সদস্য/ সদস্যদের নির্দানে রবিবার জনা সমিতি সকল সদস্যদেরআগে আহ্বান জানানো ইহতকরে। আয়োজ্য সূচিঃ সমিতির পরিচালক মন্ডলের সদস্য/ সদস্যদের নির্দানে। তারিখঃ- ০৪।০৭।২০২৫ স্থান- সমিতির কার্যালয় স্থানকর সমবায় পরিদর্শক পূর্ববঙ্গী-২ ব্লক	নির্বাচন নির্ঘণ্ট <table><tr><th>ক্রম</th><th>বিষয়</th><th>তারিখ</th><th>স্থান</th><th>সময়</th></tr><tr><td>১.</td><td>মোনানদপুর নক্টন</td><td>১৪.০৭.২০২৫</td><td>সমিতির অফিস গৃহ</td><td>সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা</td></tr><tr><td>২.</td><td>মোনানদপুর জনা</td><td>১৫.০৭.২০২৫</td><td>ঐ</td><td>ঐ</td></tr><tr><td>৩.</td><td>মোনানদপুর পরীক্ষা</td><td>১৬.০৭.২০২৫</td><td>ঐ</td><td>সকাল ১১টা ইহুতে</td></tr><tr><td>৪.</td><td>ঐশ্ব মনোনায়নের তালিকা প্রকাশ</td><td>১৬.০৭.২০২৫</td><td>ঐ</td><td>মোনানদপুর পরীক্ষার আধািহ প্রাইট</td></tr><tr><td>৫.</td><td>মোনানদপুর ও প্রাধিপদ প্রত্যাহার</td><td>১৭.০৭.২০২৫</td><td>ঐ</td><td>সকাল ১১টা ইহুতে দুপুর ২টা</td></tr><tr><td>৬.</td><td>প্রত্যাহার শেষে প্রাবন্ধীদানের তালিকা প্রকাশ</td><td>১৭.০৭.২০২৫</td><td>ঐ</td><td>বিকাল ৩টা</td></tr><tr><td>৭.</td><td>প্রতীক প্রদান (প্রয়োজনে)</td><td>১৮.০৭.২০২৫</td><td>ঐ</td><td>সকাল ১১ টা ইহুতে</td></tr><tr><td>৮.</td><td>ভোট গ্রহণ (</td></tr></table>	ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	১.	মোনানদপুর নক্টন	১৪.০৭.২০২৫	সমিতির অফিস গৃহ	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা	২.	মোনানদপুর জনা	১৫.০৭.২০২৫	ঐ	ঐ	৩.	মোনানদপুর পরীক্ষা	১৬.০৭.২০২৫	ঐ	সকাল ১১টা ইহুতে	৪.	ঐশ্ব মনোনায়নের তালিকা প্রকাশ	১৬.০৭.২০২৫	ঐ	মোনানদপুর পরীক্ষার আধািহ প্রাইট	৫.	মোনানদপুর ও প্রাধিপদ প্রত্যাহার	১৭.০৭.২০২৫	ঐ	সকাল ১১টা ইহুতে দুপুর ২টা	৬.	প্রত্যাহার শেষে প্রাবন্ধীদানের তালিকা প্রকাশ	১৭.০৭.২০২৫	ঐ	বিকাল ৩টা	৭.	প্রতীক প্রদান (প্রয়োজনে)	১৮.০৭.২০২৫	ঐ	সকাল ১১ টা ইহুতে	৮.	ভোট গ্রহণ (
ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়																																							
১.	মোনানদপুর নক্টন	১৪.০৭.২০২৫	সমিতির অফিস গৃহ	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা																																							
২.	মোনানদপুর জনা	১৫.০৭.২০২৫	ঐ	ঐ																																							
৩.	মোনানদপুর পরীক্ষা	১৬.০৭.২০২৫	ঐ	সকাল ১১টা ইহুতে																																							
৪.	ঐশ্ব মনোনায়নের তালিকা প্রকাশ	১৬.০৭.২০২৫	ঐ	মোনানদপুর পরীক্ষার আধািহ প্রাইট																																							
৫.	মোনানদপুর ও প্রাধিপদ প্রত্যাহার	১৭.০৭.২০২৫	ঐ	সকাল ১১টা ইহুতে দুপুর ২টা																																							
৬.	প্রত্যাহার শেষে প্রাবন্ধীদানের তালিকা প্রকাশ	১৭.০৭.২০২৫	ঐ	বিকাল ৩টা																																							
৭.	প্রতীক প্রদান (প্রয়োজনে)	১৮.০৭.২০২৫	ঐ	সকাল ১১ টা ইহুতে																																							
৮.	ভোট গ্রহণ (																																										

